CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-330 ■ 9 September, 2025 ■ আগরতলা ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

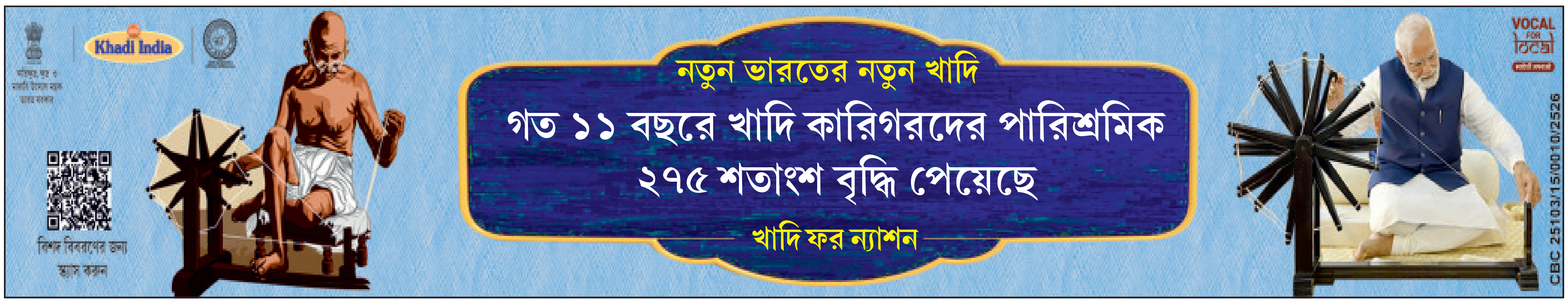

আজ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ভোটদান থেকে বিরত থাকবে বিজেডি

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর।। ভারতের পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত। মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, যেখানে এনডিএ প্রার্থী ও মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের মুখোমুখি হবেন বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লকের মনোনীত প্রার্থী ও প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিদায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখরের আকস্মিক পদত্যাগের পর। ধনখর গত ২১ জুলাই স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং এর আগে ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটি নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যার সদস্যরা হলেন লোকসভা ও রাজ্যসভার সকল সদস্য। এই নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে একক স্থানান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। চলতি নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৭৮৬ জনযার মধ্যে লোকসভায় ৫৪২ জন এবং রাজ্যসভায় ২৩৯ জন সদস্য রয়েছেন (কয়েকটি আসন শূন্য)। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা ৩৯৪।

এনডিএ বর্তমানে লোকসভায় ২৯৩ জন সদস্যের সমর্থন পেয়েছে এবং রাজ্যসভায় তাদের পাশে রয়েছে ১২৯ জন সাংসদ। অর্থাৎ, দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট ৪২২ জন সদস্য এনডিএ-কে সমর্থন দিচ্ছেন, যা জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার অনেক ওপরে। ফলে এই নির্বাচনে সিপি রাধাকৃষ্ণনের জয় নিশ্চিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

উল্লেখযোগ্য যে, সিপি রাধাকৃষ্ণন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং গাউন্ডার-কোঙ্গু ভেল্লালার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে তামিলনাড়ু থেকে দুইবার লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। বর্তমানে তিনি ৬৮ বছর বয়সী এবং ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই থেকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে, বিরোধী ভারত জোটের প্রার্থী ৭৯ বছর বয়সী বি সুদর্শন রেড্ডি একজন প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি, যিনি ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারপতি রেড্ডি বিভিন্ন ঐতিহাসিক রায়ের জন্য পরিচিতবিশেষ করে কালো টাকার তদন্তে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনায় এবং ছত্তিশগড় সরকারের নিযুক্ত সালওয়া জুড়ুম বাহিনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তার অবদান স্মরণীয়। নির্বাচনের ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এরপর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে এবং সেদিন রাতেই ফলাফল ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিকে, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল বিজু জনতা দল (বিজেডি)। সোমবার দলীয় সাংসদদের ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় বিজেডি নেতৃত্ব। দলীয় সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানানো হয়।

বিজেডি সাংসদ শস্মিত পাত্র সাংবাদিকদের বলেন, "দলের সভাপতি নবীন পট্টনায়েক সিনিয়র নেতা, রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য এবং বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বিজেডি সাংসদরা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন না।" তিনি আরও বলেন, "জাতীয় স্তরে এনডিএ ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট উভয়ের থেকেই সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতির অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাজ্যের ৪.৫ কোটি মানুষের উন্নয়ন।"

উল্লেখ্য, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর। বিজেডি-র এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়েছে। এনডিএ এবং কংগ্রেস উভয় পক্ষই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়াল ওরাম বিজেডি-র সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "বিজেডি-র ভোটবিমুখ সিদ্ধান্ত কার্যত এনডিএ প্রার্থীকেই সহায়তা করবে। নবীনবাবু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরোক্ষভাবে আমাদের প্রার্থীকেই সমর্থন জানিয়েছেন।" একই মত প্রকাশ করেছেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধের প্রতিবাদে উত্তাল কাঠমান্ডু

পুলিশের গুলিতে নিহত ১৪, আহত বহু

কাঠমান্ডু, ৮ সেপ্টেম্বর ।। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে নেপালের তরুণ প্রজন্ম। সোমবার রাজধানী কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভরত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন নিহত ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা মোতায়েন করেছে এবং একাধিক অঞ্চলে কারফিউ জারি করা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে রয়েছেন মূলত জেন জি নামে পরিচিত ডিজিটাল-সচেতন তরুণ সমাজ, এবং আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'জেন-জি বিপ্লব'।

সোমবার সকাল থেকেই হাজার হাজার তরুণ জড়ো হন কাঠমান্ডুর মৈতিঘর মণ্ডলা এলাকায়। বিক্ষোভ শুরু হয় জাতীয় পতাকা হাতে ও জাতীয় সংগীত গেয়ে। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া এই মিছিল যত এগোতে থাকে সংসদ ভবনের দিকে, ততই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ তীব্র হয়। প্রথমে ব্যারিকেড তৈরি করে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তা ভেঙে এগিয়ে যান। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়লে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, জলকামান এবং শেষপর্যন্ত গুলি ছোড়ে।

ঘটনাস্থলে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ সংসদ ভবনের প্রধান ফটকে আগুন ধরিয়ে দেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, একজন বিক্ষোভকারী ফটকের ওপর উঠে পড়ছেন, এবং মুহূর্তের মধ্যেই কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি সংসদ প্রাচীর থেকে নিচে ঝাঁপ দিচ্ছেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর, নেপাল সরকার হঠাৎ করেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, এক্স, রেডডিট, লিঙ্কডইনসহ মোট ২৬টি সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের দাবি, এসব প্ল্যাটফর্ম ২৮ আগস্ট জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন করেনি। এক বিবৃতিতে বলা হয়, বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলিকে স্থানীয়ভাবে রেজিস্টার করতে হবে, একজন 'গ্রিভেন্স অফিসার' নিয়োগ দিতে হবে এবং ব্যবহারকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সরকার এই সিদ্ধান্তের পেছনে সুপ্রিম কোর্টের একটি পুরনো রায়ের কথা উল্লেখ করলেও, সমালোচকরা বলছেন, এটি আসলে অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের একটি কৌশল। বিশেষ করে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সমালোচনা চলছিল, যা নিয়ন্ত্রণ করতেই এই নিষেধাজ্ঞা।

এই নিষেধাজ্ঞাই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা তরুণ সমাজের অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটায়। 'জেন-জি বিপ্লব' নামে অভিহিত আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া। অনেকেই ইউনিফর্ম পরেই মিছিলে যোগ দেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল "স্বাধীন কণ্ঠস্বর আমাদের অধিকার", "সরকার চুরি করে, জনগণ ভোগ করে", এবং "ট্যাক্সের টাকা কোথায় যায়?"

নিষেধাজ্ঞার পরেও টিকটক এবং রেডডিটের মতো কিছু প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে সাধারণ নেপালিদের কঠিন জীবনযাত্রার ছবি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছতার মাধ্যমে নাগরিকদের উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদানে সরকার সচেষ্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ভবিষ্যত প্রজন্মের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক পরিষেবাগুলি প্রদানে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ, তারাই আগামীদিনে রাজ্য ও দেশ পরিচালনায় অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ১৪টি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং কর্মজীবি মহিলাদের জন্য ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ৫টি হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে আগরতলা ডায়েটের ৫০ শয্যাবিশিষ্ট বালকদের হোস্টেলেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে সর্বক্ষেত্রে বিকশিত করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই লক্ষ্যেই রাজ্যগুলির উন্নয়নের রূপরেখা তৈরীতে সমগ্র দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য ৫ম স্থানে রয়েছে এবং উত্তরপূর্বের মধ্যে প্রথম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু স্কুল পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।।: জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। মৃত নাবালকের নাম দেবু দাস। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ বাধারঘাট, রাম ঠাকুর পাড়ায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রামঠাকুর আশ্রমের পুকুরে দক্ষিণ বাধারঘাট, রামঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা মিলন দাসের ছেলে দেবু দাস এবং তার ছোট বোন সাঁতার কাটতে নামে। কিছুক্ষন পর দেবুর ছোট বোন পুকুর থেকে উঠে এসে তার দাদাকে আর দেখতে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। এদিকে খবর পেয়ে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদেরও। পরবর্তী সময়ে দমকল কর্মী এবং প্রতিবেশীরা পুকুরে নেমে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর মৃত অবস্থায় দেবু দাসকে উদ্ধার করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সাঁতার জানা সত্ত্বেও কিভাবে ডুবে গেল সে তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে।

কলমচৌড়ায় বিএসএফের হাতে হেনস্তা প্রধান

প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর।। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকার পরও সুরক্ষিত নন সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাপন সরকার বিএসএফের জওয়ানের হাতে হেনস্তার শিকার হন। ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকালে রাস্তা অবরোধে সামিল হন স্থানীয়রা। মূল ঘটনাটি ঘটে গত ৫ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার সময় দক্ষিণ কলমচৌড়া বাজার এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বাজারের এক দোকানের সামনে বসে থাকা অবস্থায় ৪৯নং ব্যাটালিয়নের কলমচৌড়া বিওপি পোস্ট কমান্ডার অনিল নামে এক বিএসএফ জওয়ান প্রধানকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং তাকে মারধর করার চেষ্টা চালায়। স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে এসে গ্রাম প্রধানকে রক্ষা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল ৯টা থেকে দক্ষিণ কলমচৌড়া পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা বিওপি ক্যাম্পের সামনে বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ করেন।

অবরোধে শতাধিক যানবাহন আটকে পড়ে, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায়। বিশেষ করে মহিলাদের সক্রিয় উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল। অবরোধকারীদের দাবি ছিল, প্রধানকে হেনস্থা করার জন্য বিএসএফকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। অবরোধ চলাকালীন বিএসএফ জওয়ানরা বিক্ষোভকারীদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়।

তবে শেষ পর্যন্ত সকাল ১১টার দিকে বিএসএফের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট বিষ্ণু কুমার এবং কোম্পানি কমান্ডার গৌরব স্বামী ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভকারীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর তারা গ্রাম প্রধান বাপন সরকারের সঙ্গে বৈঠক করে আশ্বাস দেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। আশ্বাসের পরেই অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক মঞ্চে উজ্জ্বল ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। আজ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস। বিশ্বের প্রতিটি কোণে যখন একসাথে উচ্চারিত হচ্ছে স্বাক্ষরতার জয়গান, তখন নয়াদিল্লির ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রও সাক্ষী হলো এক স্মরণীয় মুহূর্তের। আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের জাতীয় পর্যায়ের এই অনুষ্ঠান যেন হয়ে উঠল ত্রিপুরার সাফল্যের এক ঝলমলে আখ্যান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানের আসল আবেদন ছিল "থিমেটিক সেশন"।

সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল এইচ. কুমার উপস্থাপন করলেন ত্রিপুরার পূর্ণ সাক্ষরতার যাত্রাপথের এক বর্ণময় কাহিনি। পাহাড়সমতল পেরিয়ে, প্রান্তিক গ্রাম থেকে শহরের আলোয়- কেমন করে প্রত্যেক অসাক্ষর মানুষকে সাক্ষরতার আলোর বৃত্তে আনা হলো, সেই গল্পে মুগ্ধ হলেন সকলেই। হলঘর জুড়ে উঠল প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন, যা মুহূর্তেই রূপ নিল সম্মিলিত করতালিতে।

মঞ্চে সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন এবং মিজোরামের শিক্ষামন্ত্রী ভনলালথলানা। তাঁদের কণ্ঠেও ভেসে এল পথ চলার কথা, সংগ্রামের কথা, আর সাফল্যের গল্প।

এর মধ্যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য যেন আলাদা দীপ্তি ছড়াল- দেশব্যাপী প্রশংসিত হলো রাজ্যের প্রচেষ্টা।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকার জন্যও ত্রিপুরাকে আলাদা করে তুলে ধরা হলো।

উপস্থিত সবাই স্বীকার করলেন- ত্রিপুরা আজ শুধু একটি পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য নয়, বরং সমগ্র দেশের কাছে এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত।

আজকের আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস তাই ত্রিপুরার জন্য শুধুই একটি দিন নয়, বরং এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখানে ছোট্ট একটি রাজ্য হয়ে উঠল সমগ্র জাতির আশা, প্রেরণা আর দৃঢ় সংকল্পের উৎস।

আর মাত্র ১৯ দিন

রেল স্টেশনে গাঁজা উদ্ধার ধৃত দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়েছে জিআরপি। ওই অভিযামে ৮ কিলো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বিহারের দুই মহিলা নেশাকারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জিআরপি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাতে আগরতলা রেলস্টেশনে রুটিন চেকআপের সময় দুই নেশাকারবারিকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি বেগে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার কাজ না দেওয়ায় ডুম্বুরনগর ব্লকের সামনে শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ডুম্বুরনগর ব্লকের সামনে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো রেগা শ্রমিকরা। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেগা শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাক্কাধাক্কির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদিও তৎকালীন সময়ে ডুম্বুরনগর ব্লকের বিডিও -র হস্তক্ষেপে ঘটনা শান্ত হয়। রেগার কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে রেগা শ্রমিকরাও শান্ত হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লক এবং রইস্যাবাড়ী ব্লকের অধীন সব কয়টি এডিসি ভিলেজে নিয়মিত রেগার কাজ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। অভিযোগ বহু এডিসি ভিলেজে ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত মাত্র ছয় শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। প্রশ্ন হলো তাহলে ১০০দিনের কাজের গ্যারান্টি কোথায়। এমনই একটি এডিসি ভিলেজ ডুম্বুরনগর ব্লকের অধীন লক্ষ্মীপুর। লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজের রেগা শ্রমিকদের অভিযোগ ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরে গত ছয় মাসে মাত্র ছয়দিনের কাজ পেয়েছেন। কাজের জন্য ডিমান্ড দিতে গেলে উক্ত এডিসি ভিলেজের ভিলেজ সচিব এবং জিআরএস কর্মীরা শ্রমিকদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে চলেছে।

রাত পোহালেই হিন্দু সনাতনীদের বড় মহোৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব। এখন পর্যন্ত কোন রেগার কাজ নেই। ফলে দিশেহারা হয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজের রেগা শ্রমিকরা দলবদ্ধ হয়ে সোমবার ডুম্বুরনগর ব্লকে হানা দেয় এবং দীর্ঘক্ষন ব্লকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সংবাদ পেয়েই ব্লকে ছুটে আসেন গন্ডাছড়া মহকুমা থানার পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ান। দীর্ঘক্ষন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং
২৩ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।"

এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদনে।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

বছরের সবচেয়ে বড় মাদক চক্র ভাঙল এমবিভিভি পুলিশ, তেলেঙ্গানার কারখানা থেকে ১২, ০০০ কোটি টাকার এমডি বাজেয়াপ্ত

মুম্বই, ৮সেপ্টেম্বর : দেশের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ মাদক জব্দের ঘটনায় মীরা-ভায়ান্দর, ভাইরাস-ভিরার পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেল ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ তেলেঙ্গানায় একটি বিশাল মাদক কার্টেল ভেঙে দিয়েছে। হায়দরাবাদের চেরলাপল্লি শিল্পাঞ্চলের একটি রাসায়নিক কারখানা থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার মেফেড্রোন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওয়াঘদেবী ল্যাবস নামের ওই রাসায়নিক কারখানাটি বাইরে থেকে বৈধ শিল্প প্রতিষ্ঠান মনে হলেও, ভিতরে চলছিল বিপুল পরিমাণ মাদক উৎপাদন। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে আধুনিক রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, মাদক তৈরির ইউনিট এবং প্রায় ৩২,০০০ লিটার কেমিক্যাল কাঁচামাল।

প্রাথমিকভাবে ১০০ গ্রাম এমডি এবং ২৫ লক্ষ টাকা নগদ সহ এক বিদেশি নাগরিক-সহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের জেরা করেই পুলিশের কাছে গোটা আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কের সূত্র মেলে। ঝুঁকিপূর্ণ গোপন অভিযানের মাধ্যমে পুলিশের লোকজন চক্রের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং শেষমেশ পুরো কারখানাটিই ধরাশায়ী হয়।

কারখানার মালিক ও রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ শ্রীনিবাস ভালট্টি এবং তাঁর সহযোগী তানাজি পাটে-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১২ জন ধরা পড়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে আগের অভিযানে ধরা পড়া বিদেশি নাগরিকও।

এমবিভিভি পুলিশ কমিশনার নিকেত কৌশিক জানিয়েছেন, "এই অভিযান মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা মাদক সরবরাহ চক্রে বড় ধাক্কা দিল। কারখানা সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং অন্য রাজ্যে তাদের নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে।"

উল্লেখ্য, মেফেড্রোন বা এমডি, যাকে সাধারণত "মিয়াও মিয়াও" বা "এম-ক্যাট" নামে চেনে, এটি এক ধরনের কৃত্রিম উত্তেজক মাদক। গত কয়েক বছরে দেশে এটিই সবচেয়ে বড় মাদক জব্দ বলে মনে করা হচ্ছে।

২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন জিএসটি সংস্কার, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে কর হ্রাস

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের আনা নতুন জিএসটি সংস্কার ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে চলেছে। এই সংস্কারের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে করের বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারকে স্বস্তি দেবে। জিএসটি কাউন্সিল কর কাঠামোকে সহজ করে আগের চার স্তরের পরিবর্তে এখন দুটি স্তর৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পনির, ছেনা এবং আল্ট্রা হাই টেম্পারেচার মিল্কে কোনো কর থাকবে না, যেখানে আগে ৫ শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য ছিল। একইভাবে মাখন, ঘি এবং চিজে কর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। দুধের ক্যান, যা আগে ১২ শতাংশ জিএসটির আওতায় ছিল, এখন সেগুলিতে কর কমে দাঁড়াবে ৫ শতাংশে। এছাড়া স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয় প্লান্ট-বেসড মিল্ক বেভারেজেও কর ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ওষুধ, সাবান, গাড়ি এবং এমনকি আইপিএল টিকিটেও কর কমানো হয়েছে, যা ভোক্তাদের আর্থিক সাশ্রয় করবে। এই সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত ইতিবাচক' বলে মন্তব্য করেছেন গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের এমডি জয়েন মেহতা। তাঁর মতে, কর হ্রাসে ভোক্তাদের খরচ বাড়বে এবং উৎপাদকরা আরও বড় বাজারে পৌঁছতে পারবেন।

সরকারের দাবি, এই সংস্কারের ফলে দেশের ৮ কোটি গ্রামীণ দুগ্ধচাষী পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে, বিশেষ করে ছোট, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক যারা গরু-মহিষ পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। একই সঙ্গে এই উদ্যোগে দুগ্ধশিল্প ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঋতুরাণী শরতের দিন

বীরেন মুখার্জী

'আজি কি তোমার মধুর মূরতি/ হেরিনু শারদ প্রভাতে!/ হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ/ ঝলিছে অমল শোভাতে।'- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋতুচক্রের মধ্যে শরৎ ঋতুর শুভ্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এমনই পঙ্কি সাজিয়েছেন। প্রকৃতিতে রূপের ডালি সাজিয়ে হাজির হওয়া শরৎকালের নির্মল কোমল প্রশান্ত স্বভাবের মোহময় রূপটির সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। শ্রাবণের মেঘভাঙা জল থই থই বিষণতা পেরিয়ে প্রতি বছর শরৎ আসে বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিতে পালাবদলের গান নিয়ে। আজ পহেলা ভাদ্র। শুরু হলো ঋতুরাণী শরতের প্রথম দিন।

বাংলা সাহিত্যে এই ঋতুর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে শরৎ বন্দনায় বলেছেন-'প্রিয়তম আমার, ঐ চেয়ে দেখ, নববধূর ন্যায় সুসজ্জিত শরৎকাল সমাগত।' 'ঋতুসংহার' কাব্যে লিখেছেন-'আকাশ ফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালি ধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূরাতো শরৎকালে আসে।' কবির কল্পনায় শরৎ ঋতুর সঙ্গে প্রকৃতি ও নারীর উপমা দেখে বিস্ময়াভিভূত না হয়ে উপায় নেই। শরতে প্রকৃতি যেন সত্যিই নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

'শরতের রংটি প্রাণের রং' উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শরৎ' প্রবন্ধে লিখেছেন- 'শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এজন্য শরৎ নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির মহলের যৌবনকে।' রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভেতরের মহলে লুকিয়ে থাকা সব কথা কী করে যেন জানতে পারেন! শরতের প্রকৃতি নিয়ে তাঁর এমন গভীর পর্যবেক্ষণ, এমন সত্য উচ্চারণ, সমকালীন সাহিত্যে সত্যিই বিরল।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর কবিতা-গানে শরতে বাংলার প্রকৃতির অপরূপ রূপের বর্ণনা করেছেন। 'শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ রাতের বুকে ঐ', 'এসো শারদ প্রাতের পথিক'-সহ অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। 'বর্ষা বিদায়' কবিতায় নজরুল লিখেছেন-'কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয় অশ্রুসম/ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।' অন্যত্র আছে-'কাশফুলসম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে/ তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।' নজরুলের এই কবিতায় শরতের প্রায় সব অনুষঙ্গই বর্ণিত হয়েছে। কাশ-শিউলির শুভ্রতায় মোড়ানো ভোরের মিষ্টতা, শিশিরস্নাত ফুলদলের মোহনীয়তা কিংবা শরতের বৈভব, অনুভবও।

দৃশ্যত গ্রামীণ প্রকৃতিতে শরৎ আসে সাড়ম্বরে। শরতের মেঘহীন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা প্রকৃতি প্রেমিকদের মন কেড়ে নেয়। শরতের শেফালি, মালতী, কামিনী, জুঁই, টগর আর সাদা সাদা কাশফুল মাথা উঁচিয়ে জানান দেয় সৌন্দর্য। শেফালি মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দেয় চারপাশে। যদিও ইট-কাঠের নগরীতে শরৎ থেকে যায় অনেকটা আড়ালে। শরতেই হয়ে থাকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সত্যিকার অর্থে, শরতের রূপ শান্ত-স্নিগ্ধ ও কোমল। যেখানে আছে নির্মল আনন্দ আর অনাবিল উচ্ছ্বাস।

জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, 'যৌবন বিকশিত হয় শরতের আকাশে'। তিনি প্রিয়তমাকে খুঁজে ফেরেন শরতের ভোরের স্নিগ্ধতায়। 'ঝরা পালক' গ্রন্থের 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'একদিন খুঁজেছিনু যারে/বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,/মালতীলতার বনে,- কদমের তলে,/নিঝুম ঘুমের ঘাটে,-কেয়াফুল, -শেফালীর দলে!/যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে'।

শরতের রূপ-লাবণ্য কবির হৃদয়ানুভূতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। সৃষ্টিশীল কবির হাত ধরে শরৎ উঠে আসে কবিতায়, কবির পঙ্কিমালা হয়ে যায় শরৎসমৃদ্ধ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শরতের সৌন্দর্য, বিরহের রূপ প্রতিটি মানুষের মনকে উদ্বেল করে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম কবি বিদ্যাপতি রাধা বিরহের যে চিত্র এঁকেছেন তা শুনে প্রতিটি বিরহ কাতর হৃদয়েই হাহাকার ওঠে-'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।/ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।'

ঋতুবৈচিত্র্যের বাংলাদেশে বাংলা সনের ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। সদ্যবিদায়ী শ্রাবণধারা পত্রপল্লবের গায়ে যে উজ্জ্বলতার রং এঁকে দেয়, শরতে তা আরও নিখাদ হয়ে ওঠে। শরতের এই রং রূপ গন্ধ শোভা ঐশ্বর্য- সবই যেন অলৌকিক সৌন্দর্যের আধার। শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতি, স্বচ্ছ নীলাকাশ দুপুরের আলোমাখা সোনা রং, বিকালের নরম রোদে পুকুর ঘাটে কিশোরীর পা ডুবানো দৃশ্য, সন্ধ্যার হাত ধরে কুয়াশার বিস্তৃতি মনে করিয়ে দেয় শরতের চিরন্তন ও শাশ্বত রূপ।

শুকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের বড় হ্রদ ও জলাধার, মহা বিপর্যয়ের আশঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি।। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হওয়া পৃথিবী অচিরেই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ রেকর্ড স্পর্শ করতে পারে, এমন আশঙ্কা করছেন জলবায়ু গবেষকরা। তারা বলছেন, সক্রিয় হচ্ছে এল নিনো। জলবায়ুর উষ্ণতার প্রভাবে দ্রুত গলছে বরফ। বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি বড় জলাধার শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে ২০২৭ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করার ৬৬ শতাংশ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করলে তা হবে অত্যন্ত উদ্বেগের। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত শিল্পায়নের ফলে কার্বন নির্গমনের হার বেড়ে গত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব উত্তপ্ত হচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, ২০১৬ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ছিল ১.২৮ সেলসিয়াস, যা শিল্পায়নের আগে বিশ্বের তাপমাত্রার তুলনায় অনেক বেশি।

২০২২-২০২৬ সালের মধ্যে অন্তত একটি বছর বিশ্বের ভূপৃষ্ঠের বার্ষিক তাপমাত্রা শিল্পায়ন যুগের আগের সময়ের চেয়ে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হবে তুলে ধরে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবী কমপক্ষে একটি বছর সবচেয়ে উষ্ণ সময় দেখবে, যা ২০১৬ সালের রেকর্ড ভেঙে দেবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা ৯৮ শতাংশ নিশ্চিত হয়েছেন যে, ২০২৭ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা অতীতের ওই সীমা অতিক্রম করবে। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, সম্ভবত এটা অস্থায়ী হবে। সে ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা গেলে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো যাবে।

সম্প্রতি বিবিসির এক প্রতিবেদনে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর পেট্টেরি তালাসের বিবৃতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আবহাওয়ায় এল নিনোর (উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত) প্রভাব শুরু হতে যাচ্ছে। এর সঙ্গে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।' বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ইতোমধ্যে অনেক প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে। বরফ গলতে থাকায় বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এখনো তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা গেলে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী আশঙ্কা করেছেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ভয়ঙ্কর পরিণতি ঠেকানোর কোনো উপায় থাকবে না। কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্বের একেক জায়গায় একেক রকম হবে। ব্রিটেনে বৃষ্টিপাতের মাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়ে ঘনঘন বন্যা হবে। সাগরের উচ্চতা বেড়ে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ছোট অনেক দ্বীপ বা দ্বীপরাষ্ট্র বিলীন হয়ে যেতে পারে। আফ্রিকার অনেক দেশে খরার প্রকোপ বাড়তে পারে এবং পরিণতিতে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় অতিরিক্ত গরম পড়তে পারে এবং খরার প্রকোপ দেখা দিতে পারে। বিশ্ব উত্তপ্ত হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাস। করোনা মহামারি চলার সময় এটি কমলেও এখন আবার বাড়ছে। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এল নিনোর সম্ভাব্য উপস্থিতি। আবহাওয়ায় এল নিনো সক্রিয় থাকলে মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উষ্ণতা বাড়ে। গত তিন বছর ধরে বিশ্ব একটি লা নিনার মুখোমুখি হচ্ছে যা জলবায়ু উষ্ণায়নকে কিছুটা হলেও কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এল নিনোর প্রভাবে বিশ্বে যে অতিরিক্ত তাপ তৈরি হবে তার প্রভাবে আগামী বছর উষ্ণতা বাড়বে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। তবে এ বিষয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের দীর্ঘকালীন আবহাওয়া পূর্বাভাসের প্রধান অ্যাডাম স্কেইফের উদ্ধৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো আমরা উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির এত

কাছাকাছি রয়েছি।' অ্যাডাম স্কেইফ আরও বলেছেন, 'এল নিনোর প্রভাব নিয়ে আমাদের যে পূর্বাভাস, তা শীতকালে দেখা যাবে। কিন্তু পাঁচ বছরের সময়ের মধ্যে যা ঘটবে তার সঠিক দিন তারিখ আমরা এখনই দিতে পারবো না, এখন থেকে তিন বা চার বছরের মধ্যে এমনটা হতে পারে- এল নিনোর প্রভাবে এমনটা ঘটতে পারে।'

বিজ্ঞানীদের মতে 'এল নিনো' হচ্ছে পর্যায়বৃত্তের উষ্ণ পর্যায়, আর 'লা নিনা' হচ্ছে শীতল পর্যায়। 'না নিনা' পৃথিবীতে শীতলতম অবস্থা বজায় থাকতে ভূমিকা রাখে।

সম্প্রতি নাসার বিজ্ঞানীরাও স্যাটেলাইটের ছবি পর্যবেক্ষণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের এল নিনো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দিক দিয়ে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন। এর জন্য সাগরে ঢেউয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বলছেন, নিরক্ষরেখায় ঢেউয়ের উৎপত্তি হওয়ায় পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটা।

বিজ্ঞানী জোস উইলস ১৭ মে সংবাদমাধ্যম এপিবিকে জানান, 'এল নিনোর জেরে ভারতসহ গোটা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন হবে।' বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) জানায়, আগামী জুলাই মাসে এল নিনোর আসার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরের শেষে তা ৮০ শতাংশ। এল নিনোর প্রভাবে ভারত মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া বরাবর ভূপৃষ্ঠে চাপ বেড়ে যায়। পূর্ব ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুচাপ কমে যায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্য-বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে বা পূর্বদিকে বইতে শুরু করে। পেরুর সন্নিকটে গরম বাতাস ঘনীভূত হওয়ার কারণে পেরুর উত্তরের মরু-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে গরম পানি ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে। সঙ্গে করে নিয়ে যায় প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প অর্থাৎ বৃষ্টি। ফলে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল খরায় পুড়তে থাকে, আর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচুর বৃষ্টি হয়। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা জানান, এল নিনো বছরগুলোতে বৃহত্তর গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশে ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৯৭ সালে এমনটি ঘটেছে। এ বছরও দেশে বৃষ্টিপাত যতটা হওয়া দরকার ততটা হয়নি। কিছুটা খরাজাতীয় অবস্থা বিরাজ করছে। এল নিনোর জন্য মৌসুমি বায়ু পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে যতটা বেগে আসার কথা ছিল, ততটা হয়নি। দুর্বল মৌসুমি বায়ুর কারণে বৃষ্টিপাতও কম হয়েছে। এ পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা যাবে। তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে তা এক বা দুই দশক চললে এর মারাত্মক প্রভাব দেখা যাবে। দীর্ঘ সময় ধরে তাপপ্রবাহ থাকায় মারাত্মক ঝড় ও তীব্র দাবানল দেখা যাবে।

এদিকে বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি বড় হ্রদ ও জলাধার শুকিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে পানির ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ তীব্রতর করছে।

সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকের গোড়া থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি বড় হ্রদ ও জলাধার শুকিয়ে সংকোচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষকদের একটি দল জানিয়েছে, ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার লেক টিটিকাকা পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিঠা পানির উৎসগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রায় তিন দশক ধরে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে প্রায় ২২ গিগাটন পানি হারিয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম জলাধার লেক মিয়াদের আয়তনের প্রায় ১৭ গুণ।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে, প্রাকৃতিক হ্রদের শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে ৫৬ শতাংশ জলবায়ুর উষ্ণায়ন এবং মানুষের ব্যবহারের কারণে হয়েছে। তবে এই দুটির মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বড় ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা সাধারণত মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের শুষ্ক অঞ্চলগুলো আরও শুষ্ক হয়ে এবং আর্দ অঞ্চলগুলো আরও আর্দ হয়ে উঠবে। তবে গবেষণায় আর্দ অঞ্চলেও পানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে দেখা গেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সারফেস হাইড্রোলজিস্ট ফ্যাংফ্যাং ইয়াও সায়েন্স জার্নালে এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে বিশ্বের দুই হাজার জলাশয় এবং হ্রদ পর্যবেক্ষণ করে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন গবেষকরা। এতে শুকিয়ে যাওয়া হ্রদ অববাহিকায় বসবাস করা প্রায় ২০০ কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক অঞ্চলে বহু মানুষ পানির সংকটের মুখেও পড়েছে বলেও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি থেকে রেহাই পেতে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি বলে মনে করছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার রাজধানীর একটি অনুষ্ঠানে রক্তদানে অংশগ্রঙণ করে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

রাহুল গান্ধীর 'ভোট চুরি' অভিযোগে সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের প্রতিক্রিয়া সঠিক নয়, বললেন প্রাক্তন তিন নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর 'ভোট চুরি' অভিযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল না বলে মত প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রাক্তন তিন নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি, ওপি রাওয়াত ও অশোক লাভাসা। এক মিডিয়া কনক্লেভে তাঁরা বলেন, কমিশনের উচিত ছিল অভিযোগের তদন্ত করা, না যে রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে হলফনামা চাওয়া।

কুরেশি বলেন, 'রাহুল গান্ধী বিরোধী দলের নেতা। তিনি কেবল নিজের কথা বলছেন না, বরং কোটি কোটি মানুষের বক্তব্য তুলে ধরছেন। তাই তাঁর মন্তব্যে কমিশনের রাগ দেখানো কমিশনের মানানসই আচরণ নয়।'

তিনি আরও বলেন, যদি তিনি এখন সিইসি হতেন, তাহলে অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করতেন। "এই ধরনের রাগত প্রতিক্রিয়া কমিশনের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে," বলেন কুরেশি।

রাওয়াত বলেন, 'নির্বাচন কমিশন কখনোই কোনো পক্ষকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে না। সাধারণ এক ভোটারও যদি প্রশ্ন তোলে, কমিশন তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।'অশোক লাভাসা বলেন, 'এই অভিযোগ কমিশনেরই প্রকাশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তাই কমিশনের কর্তব্য ছিল তা তদন্ত করা। হলফনামা চাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না।' তিনি বলেন, 'যখন কমিশনের তত্ত্বাবধানে তৈরি ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন সেই সন্দেহ ঝেড়ে ফেলার দায়িত্ব কমিশনেরই।'

রাহুল গান্ধী ৭ আগস্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে কর্ণাটকের মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার তথ্য তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে মিলে 'ভোট চুরি'-র অভিযোগ করেন। তিনি বিহারেও একাধিক জনসভায় এই অভিযোগ তোলেন, যেখানে ভোটার তালিকার বিশেষ পুনঃ পরীক্ষা (ছজ্জট্ট) চলছে।

এর উত্তরে, ১৭ আগস্ট সিইসি জ্ঞানেশ কুমার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুলের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, 'অভিযোগ করলে হলফনামা দিতে হবে বা দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এর কোনো তৃতীয় বিকল্প নেই।'

কিন্তু প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারদের মতে, এই 'আক্রমণাত্মক ও রাগত' সুর কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক মানদণ্ডকে আঘাত করেছে। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্রে মানুষের আস্থা বজায় রাখতে কমিশনের উচিত অভিযোগের দ্রুত ও স্বচ্ছ তদন্ত।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা রক্ষা করাই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এটাই বলছেন দেশের অভিজ্ঞ প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনাররা।

ভারত-ইসরায়েল দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত, অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ

নতুন দিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ঃ ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে আজ নতুন দিল্লিতে একটি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন ভারতের অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ।

ভারতের অর্থ মন্ত্রক সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হবে। বিশেষ করে ইসরায়েলি রপ্তানিকারকদের জন্য সুবিধাজনক আর্থিক প্রোটোকল তৈরি করার দিকেও নজর দেওয়া হবে।

অর্থ মন্ত্রক তাদের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, "ভারত সরকার এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের সরকার আজ নতুন দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ইসরায়েল থেকে ভারতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৩৩৭.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই নতুন চুক্তি এমন এক সময়ে স্বাক্ষরিত হল যখন উভয় দেশ একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিআইটি চুক্তি ভারত-ইসরায়েল অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সহযোগিতার দ্বার খুলে দেবে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সমর্থনে একাধিক মিছিল, মোকাবিলায় বাড়তি নজরদারির নির্দেশ

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৮ সেপ্টেম্বর: কঠোর নিরাপত্তা ও দল হিসেবে সকল কর্মসূচি পালনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন আওয়ামী লীগের সমর্থনে মিছিল এবং সেই মিছিল থেকে শেখ হাসিনা ও শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্লোগান অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে ইউনূস সরকারকে।

রবিবার সন্ধ্যায় জনা দশেক উপদেষ্টাকে নিয়ে বৈঠকে বসেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। মিছিল ঠেকাতে গোয়েন্দা পুলিশ গত ১৫ দিনে অন্তত তিন হাজার আওয়ামী নেতাকর্মীকে আটক করলেও প্রতিদিন ঝটিকা কর্মসূচিতে লোকসংখ্যা বাড়ছে। সচরাচর কড়া সুরক্ষা বেষ্টনীতে ঘেরা জাতীয় সংসদ ভবন এলাকাতেও রবিবার সরবে ঝটিকা মিছিল হওয়ার পরে বিষয়টি এখন চর্চায়। দু''দিন আগে দুপুরে শুক্রবারের জুমার নামাজের পর তেজগাঁও এলাকায় অন্তত দু''হাজার আওয়ামী নেতাকর্মী ও অনুরাগী মিছিল করেন।

রবিবার সন্ধ্যায় উপদেষ্টাদের নিয়ে করা বৈঠকে দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনার শুরুতে ইউনূস জানান, যে ভাবে দিনের পর দিন পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে, তাতে ফেব্রুয়ারিতে সুষ্ঠু ভোট করা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। তিনি আরও জানান, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সমর্থনে নিত্য মিছিল হচ্ছে। তারা ভোট বানচালের ষড়যন্ত্রেও মেতেছে। আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর নজরদারি বাড়ানোর নিদের্শনা দেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ দিন পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে বলেন, ডিউটিতে অবহেলা করলে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এই সভা শেষে ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, ঝটিকা মিছিল ও বেআইনি সমাবেশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল রোধে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রেস সচিব বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঝটিকা মিছিল-সহ বেআইনি সমাবেশের বিষয়ে নজরদারি জোরদার করতে হবে। এর নেপথ্যে যারা সক্রিয় রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শফিকুল আলম বলেন, পরাজিত শক্তি বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে সব শক্তি নিয়ে মাঠে নামছে।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি প্রশ্নের জবাবে আলম জানান, রাজবাড়িতে নূরাল পাগলার মাজার ধ্বংস ও মৃত নূরালের মরদেহ কবর থেকে তুলে আগুনে পোড়ানোর মতো ঘটনা প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকেও সতর্ক করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজায় অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে নানা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হতে পারে। গত বছরের অভিজ্ঞতাকে এ বছরও কাজে লাগানো যেতে পারে।"

গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির পুনর্নবীকরণ নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বৈঠক আজ

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৮ সেপ্টেম্বর: গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির পুনর্নবীকরণ নিয়ে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ ও ভারত। এই বৈঠকে দু''দেশের যৌথ নদী কমিশনের আধিকারিকরা যোগ দেবেন। আলোচনার উদ্দেশ্য মূলত গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি পর্যালোচনা করা, প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা। তা ছাড়া, আগামী বছরের ডিসেম্বরে মেয়াদ শেষ হচ্ছে গঙ্গা জলচুক্তির। তাই চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টিও উঠতে পারে এই বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। গঙ্গার জল নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ৩০ বছরের চুক্তি করেছিল ভারতের কেন্দ্রের এইচডি দেবগৌড়ার যুক্তফ্রন্ট সরকার। তখন ঢাকায় শেখ হাসিনার সরকার ছিল। '৯৬ এর সেই চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হচ্ছে।

জানা গেছে, ঢাকার পক্ষ থেকে যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মহম্মদ আবুল হোসেন-এর নেতৃত্বে একটি কারিগরি দল নয়াদিল্লির বৈঠকে যোগ দেবেন। প্রতি বছর দুইবার করে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা নদীর জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। সে মোতাবেক সর্বশেষ চলতি বছরের গত ৬ মার্চ ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর জলবণ্টন চুক্তি সম্পর্কিত যৌথ কমিটির ৮৬তম সভা এবং গত ৭ মার্চ কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল, যা দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক।

যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে অংশ নিতে কমিশনের সদস্য আবুল হোসেন-এর নেতৃত্বে সোমবারই ঢাকা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছে ১০ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল। মূলত জলবণ্টন চুক্তি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না- সেটি দেখাই এই বৈঠকের প্রধান বিষয়। এছাড়াও সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা জানুয়ারি থেকে মে মাস অবধি পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কা ব্যারাজে থাকেন। প্রতিদিন চারবার করে জল ছাড়ার পরিমাণ খতিয়ে দেখেন তারা। তার পর ১০ দিনের গড় হিসাবে দুই দেশ কতটা জল পেল, তা নির্ণয় করা হয়। সূত্রের খবর, অনুষ্ঠেয় বৈঠকে গঙ্গা নদীর জলবণ্টন চুক্তির পুনর্নবীকরণে বাংলাদেশ গড়ে ৪০ হাজার কিউসেক জল চাইতে পারে। এছাড়া চুক্তিটি দীর্ঘমেয়াদি করারও পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। বৈঠকে গঙ্গার জলবণ্টন ছাড়াও ধরলা, দুধকুমার, গোমতী, খোয়াই, মনু ও মুহুরী-সহ মোট ১৪টি নদীর জলবণ্টন চুক্তি করার বিষয়ে প্রস্তাব করবে বাংলাদেশ।

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা

F.2(DP)/PUB/PRO/AMC/2022(P-II) Dated : 08/09/2025

: বিজ্ঞপ্তি :

আসন্ন দুর্গাপুজা ২০২৫ উপলক্ষে সমস্ত পুর নাগরিকদের প্রতি আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। এই আসন্ন দুর্গাপুজা উপলক্ষে পুর নিগমের পক্ষ থেকে পুর নিগম এলাকার সমস্ত ক্লাব/সংস্থা/পুজাকমিটি/নিজস্ব বাড়ি ! ফ্ল্যাট পুজা উদ্যোক্তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগরতলা পুর নিগমের সকল জোনাল অফিস থেকে দুর্গাপুজার অনুমতির ফর্ম সংগ্রহ করে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে জোনাল ভিত্তিক সমস্ত জোনাল অফিসে সেই ফর্ম জমা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফর্ম সংগ্রহ করতে কোন প্রকার ফিস বা অর্থ জমা দিতে হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন।

আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে পুর নিগম এলাকার সমস্ত ক্লাব/সংস্থা/পূজা কমিটি/নিজস্ব বাড়ি। ফ্ল্যাট পূজা উদ্যোক্তাদের এই সুযোগ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
Sd/-illegible
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আসন্ন উৎসবের মরশুমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে :

১. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম এবং মাইক্রোফোন ব্যবহারের জন্য সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসারের পূর্ব লিখিত অনুমতি নিতে হবে।
২. রাত ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত কোনও পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না।
৩. সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অনুমোদিত সীমার মধ্যে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে।
৪. নীরবতা অঞ্চলে অর্থাৎ হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদালতের আশেপাশে কমপক্ষে ১০০ মিটার এলাকা জুড়ে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না।
৫. মাটির স্তর থেকে মাইকের উচ্চতা ৪ মিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

ICA/D-925/25

জেলা শাসক ও সমাহর্তা
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES NEWS PAPER

বিজ্ঞপ্তি

Ref:- Manubazar P.S GDE No. 29 dated 26/08/2025.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সুপর্ণা দাস বয়স ২৬ বৎসর, স্বামী- শ্রী রনজীৎ দাস সাং-চালিতাছড়ি, থানা-মনুবাজার, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট গায়ের রং- সুন্দর, পরনে হলুদ রং এর চুড়িদার। গত ২৫/০৮/২০২৫ (ইং) সকাল আনুমান ৬ টা ৩০ মিনিট সময় তাহার নিজ বাড়ী চালিতাছড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্টোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯
২) মনুবাজার থানা: ফোন নম্বর:- ৯৮৬২২৩৬০৯০

ICA/D-929/25

Superintendent of Police
South Tripura District

MEMORANDUM

The tender received against Tender ID No.2025 CEWR 63595_1 of RFP No.02/ACE/P&DU/PWD(WR)/2025-2026 and PNIT No.06/EE/WRID/AGT/2025-26 dated 08/07/2025 for the work "Consultancy Services for preparation of DPR for the RMBA work "Raising & Strengthening of Existing Embankment near Indo-Bangla Border Fencing in different parts of Tripura under FMBAP" is hereby cancelled by the Tender Inviting Authority on 01.09.2025.

For & on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2176/25

Executive Engineer,
WR Investigation Division,
Kunjaban, Agartala, Tripura (W)

PNIT NO:-10/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26 date: 04/09/2025 under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No.	DNIT	Estimate Cost	Earnest Money
1	DNIT No. 49/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,98,911.00	9978.00
2	DNIT No. 50/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,98,911.00	9978.00
3	DNIT No. 51/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,95,253.00	9905.00
4	DNIT No. 52/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,93,984.00	9880.00
5	DNIT No. 53/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,96,788.00	9936.00
6	DNIT No. 54/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,97,828.00	9957.00
7	DNIT No. 55/EE-KLP/ PWD(DWS)/2025-26	4,98,965.00	9979.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 18/09/2025 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

ICA/C-2185/25

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

PNIe-T NO:- 46/EE-I/2025-26, Dated 04/09/2025

The Executive Engineer, Division No-I, PWD (R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 11-09-2025 for 01 (One) No. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-2192/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ: আধার কার্ডকে ভোটার তালিকায় পরিচয়ের ১২তম প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি, তবে নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : আজ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, নির্বাচনী কমিশন (ইসি) আধার কার্ডকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ১২তম প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, আধার কার্ডকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বতন্ত্র পরিচয়ের কাগজ হিসেবে জমা দেওয়া যাবে। তবে আদালত স্পষ্ট করেছে যে, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।বিহার বিশেষ তীব্র পুনর্মূল্যায়ন বিষয়ে শুনানিতে, আদালত নির্বাচনী কমিশনকে আধার গ্রহণের বিষয়ে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়। এছাড়া, ইসি কর্মকর্তারা আধার কার্ডের প্রামাণিকতা যাচাই করার অধিকার রাখবেন বলেও সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে।আদালতে রিকর্ড করা হয়েছে যে, ইসি আধার কার্ডকে পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবে। বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মল্যা বাগচির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদেশের আগে আরজেডি ও অন্যান্য পিটিশনাররা জানান যে, নির্বাচনী কমিশনের কর্মকর্তারা আধার কার্ডকে স্বতন্ত্র কাগজ হিসেবে গ্রহণ করছেন না এবং তাদের সুনির্দিষ্ট ১১টি কাগজপত্র ছাড়া অন্য কোনো কাগজ গ্রহণ করছেন না।এই আদেশের মাধ্যমে আধার কার্ডকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হলো, যা বিহার রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি চালু করছেন "স্বাস্থ্য নারী সক্ষম পরিবার" অভিযান ১৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মাসের ১৭ তারিখে "স্বাস্থ্য নারী সক্ষম পরিবার" অভিযান শুরু করবেন। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য দেশের মহিলাদের এবং শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও শক্তিশালী করা, যাতে তারা সহজে সেবা পেতে পারে, গুণগতমান নিশ্চিত হয় এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

এই জাতীয় অভিযান অংশ হিসেবে ৭৫ হাজার স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হবে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে। এই শিবিরগুলো মহিলাদের ও শিশুদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করবে এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা দর্শনকে সমর্থন করবে।

মন্ত্রী আরও জানান, পুষ্টি মাস (পোষণ মাহ) সব আঙ্গনওয়াড়িতে পালন করা হবে যাতে পুষ্টি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সার্বিক সুস্থতা প্রচারিত হয়। তিনি বলেন, এসব পদক্ষেপ দেশের পরিবারগুলিকে সুস্থ ও সমাজকে সক্ষম করে গড়ে তুলবে।

জে পি নাড্ডা সব বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলোকে এই জন অংশগ্রহণ অভিযানকে সমর্থন করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল: স্বদেশী পণ্যে জোর দিতে হবে দেশীয় অর্থনীতির শক্তির জন্য

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৫৬তম ইইপিসি ইন্ডিয়া ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল আজ বলেন, ব্যবসায়ীদের স্বদেশী পণ্যে ফোকাস করা উচিত, কারণ এটি শুধু ভারতের উন্নয়নেই সাহায্য করবে না, দেশের আর্থিক নিরাপতাকেও দৃঢ় করবে।মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ভারত জাতি হিসেবে একতাবদ্ধ রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বদেশী পণ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি শক্তিশালী আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পিয়ুষ গোয়েল বলেন, দেশের ১৪০ কোটি মানুষ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যের সকল অংশগ্রহণকারীদের 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্যগুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের শক্তি বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে, যা দেশের ব্যবসার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রী বলেন, জিএসটি রেট কমানো ও সরলীকরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশীয় চাহিদাকে আরও প্রবল করেছেন।

PNIET No. 91,92, and 93/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 on 03/09/2025

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15/09/2025.

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	2nd call Repair and renovation of School building and dysfunctional toilet at Uttar Brajapur High School under Charilam Block of Sepahijala for the year 2024-25 PM Shri. .DNIeT No: 28/EE/ENGG. CELL/ DSE/2025-26.	55000.00	11000.00	01 Month	15/09/2025 Upto 15.00	16/09/2025 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	2nd call for Construction of CWSN Toilet at Jumerdhepa High School, Nalchar and Dhupuriabandh High School, Boxanagar under Sepahijala District PM Shri School for the year 2024-25.DNIeT No: 29/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	660000.00	13200.00	02 Month	15/09/2025 Upto 15.00	16/09/2025 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	4th call for Construction of 01 one no CWSN Toilet at Veer Bandhu Eng. Med. High School, Bishalgarh Block of Sepahijala for the year 2024-25.DNIeTNo:151/ EE/ENGG. CELL/ DSE/2024-25	3,10,000.00	6200.00	02 Month	15/09/2025 Upto 15.00	16/09/2025 Hrs on 11.00	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226 / SE/ENGG/2025-26/ 2886-39 Dated, Agartala the 04/09/2025.

ICA/C-2181/25

Banu Kumar De
(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Comp

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-20/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 03/09/2025.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD/Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No. 62/DNIeT/ EE/DWS/JRN/2025-26	47,66,974.00	95,339.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No. 63/DNIeT/ EE/DWS/JRN/2025-26	35,90,105.00	71,802.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
3	DNIe-T No. 64/DNIeT/ EE/DWS/JRN/2025-26	9,69,473.00	19,389.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 03/09/2025 at 14.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-18/09/2025 up to 13.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 18/09/2025 at 13.30 hours.
Appropriate Class
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

ICA/C-2195/25

(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division,
Jirania Ranirbazar, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দ্রুত ওজন ঝরাতে হলে মজে যাওয়া কলা ফেলে দেবেন না, বরং বানিয়ে ফেলুন পুষ্টিকর ৩ খাবার

কলা খেলে মোটা হয়ে যাবেন। এমন ধারণা থেকেই কলা খেতে চান না অনেকে। বাড়িতে পড়ে থেকে হলুদ কলার গায়ে কালচে ছোপ ধরে যায়। অতিরিক্ত পেকে গেলে যে গন্ধ বেরোয়, তা-ও অনেকে সহ্য করতে পারেন না। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পুজোর আগে যাঁরা দেহের মেদ ঝরানো নিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলছেন, তাঁদের জন্য উপাদেয় একটি খাবার হতে পারে কলা।

শরীরচর্চা করলে পর্যাপ্ত শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে রাতের মিষ্টিমুখ সবই তৈরি করা যেতে পারে এই ফল দিয়ে। তবে মজা কলার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেক বেশি। তাই যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি, তাঁদের কলা না খাওয়াই ভাল।

কলা-ওটমিল পরিজ

উপকরণ:

ওট: আধ কাপ

জল: ১ কাপ

দুধ: আধ কাপ

কলা: ১টি (মজে যাওয়া)

বিভিন্ন রকম বাদাম: ২ টেবিল চামচ

বিভিন্ন রকম বীজ: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) প্রথমে একটি কড়াইতে ওট, জল এবং দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ওট সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

২) মজে যাওয়া কলা ভাল করে চটকে নিয়ে সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার ওটসে মেশাতে থাকুন।

৩) ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে উপর থেকে বাদাম এবং বীজ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পাকা কলার স্মুদি

উপকরণ:

কলা: ১টি (মজে যাওয়া)

ইয়োগার্ট: ১ কাপ

দুধ: আধ কাপ

বিভিন্ন রকম ফলের কুচি: আধ কাপ

শুকনো ফল, বাদাম কুচি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) ব্লেন্ডারে কলা, ইয়োগার্ট, দুধ দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।

২) এ বার কাচের গ্লাসে ঢেলে নিয়ে উপর থেকে ফল এবং বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ঠান্ডা করে খেতে পারলে আরও ভাল লাগবে।

শেষপাতে থাকুক পাকা কলা দিয়ে তৈরি আইসক্রিম।

পাকা কলার আইসক্রিম

উপকরণ:

কলা: ২টি (মজে যাওয়া)

পিনাট বাটার: ১ টেবিল চামচ

কোকো পাউডার: ১ টেবিল চামচ

প্রণালী: ১) ব্লেন্ডারে কলা, পিনাট বাটার এবং কোকো পাউডার একসঙ্গে দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ২) এ বার পছন্দের আইসক্রিম মোল্ডের মধ্যে এই মিশ্রণ ঢেলে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। ৩) ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে তা জমে আইসক্রিমের আকার ধারণ করলে ফ্রিজ থেকে বার করে পরিবেশন করুন।

ত্বকের যত্ন নিলেই চলবে না খেয়াল রাখতে হবে পায়ের পাতারও

চুল এবং ত্বক ভাল রাখতে পরিশ্রম করেন অনেকেই। ঘরোয়া টোটকা থেকে প্রসাধনীর ব্যবহার রূপচর্চায় বাদ দেন না কিছুই। অথচ এত কিছুর মধ্যে অবহেলিত হয় পায়ের পাতা। সারা দিনের দৌড়ঝাঁপ, একটু বৃষ্টি পড়লেই কাদাজল, হাঁটাহাঁটি সব কিছুর চাপ পড়ে পায়ের উপর। অথচ পায়ের যত্ন নেওয়ার বেলাতেই থেকে যায় অনেক ফাঁক।

প্রতি রাতে পেট্রোলিয়াম জেলি বা ফুট ক্রিম লাগানো বা কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এসে পা ভাল করে ধুয়ে নেওয়াটাই কিন্তু পায়ের যত্নের শেষ কথা নয়। আর কী ভাবে দেখাশোনা করবেন পায়ের পাতার?

১) সপ্তাহে একদিন বা দু’’দিন বাড়িতেই করতে পারেন পেডিকিয়োর। গরম জলে শ্যাম্পু মিশিয়ে কিছু ক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখুন। শ্যাম্পু ছাড়াও মেশাতে পারেন মধু। মধু পায়ের ত্বককে নরম রাখবে।

২) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবশ্যই পায়ে ফুট ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার মাখতে পারলে ভাল। সারা রাত সময় পেলে ময়েশ্চারাইজার পায়ের পাতার ত্বক ভিতর থেকে আর্দ্র করে তুলবে।

৩) স্নানের পর পায়ে মাখতে পারেন অলিভ অয়েল। এই তেল পায়ের পাতার ত্বক শুষ্ক হতে দেয় না। ত্বক ভিতর থেকে কোমল এবং মসৃণ রাখে।

৪) শুধু শীতকাল বলে নয়, সারা বছরই অনেকের পা ফাটে। গ্লিসারিনের মধ্যে জল মিশিয়ে পায়ে লাগালে পা ফাটা কমে।

মন এবং শরীর দুই-ই থাকবে চাঙ্গা এবং চনমনে

ব্যক্তিগত পরিসরে নানা জটিলতা, সম্পর্ক নিয়ে অস্থিরতা, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, দৈনন্দিন যাপনে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, আত্মবিশ্বাসের অভাব এই কারণগুলি মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। দীর্ঘ দিন ধরে এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে মনে জাঁকিয়ে বসে অবসাদ। শরীরের রোগবালাই নিয়ে সচেতনতা থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্য সেখানে ব্রাত্যই বলা চলে। তবে ইদানীং মনের খেয়াল রাখছেন অনেকেই। মন ভাল রাখার চেষ্টা করছেন। মনের সঙ্গে শরীরের একটা যোগ রয়েছে। মন যদি ফুরফুরে থাকে, তা হলে অসুখও কাছে ঘেঁষতে পারে না। তাই শরীরের পাশাপাশি মনেরও যত্ন নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব। কয়েকটি আসন যদি নিয়ম করে করতে পারেন, তা হলে শুধু শরীর নয়, চাঙ্গা থাকবে মনও। কোনও উদ্বেগ, অবসাদ সহজে মনের উপর চেপে বসতে পারবে না। মনের যত্ন নিতে কোন ব্যায়ামগুলি নিয়ম করে করতে পারেন?

সুখাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসুন। এ বার ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে বাঁ ঊরুর উপর এবং বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে ডান ঊরুর উপর রাখুন। এর পর দুই হাঁটুর উপর দু’’হাত টান টান করে রাখুন। এই অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসে স্বাভাবিক ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। ২ থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে পারেন।

পশ্চিমোত্তাসন

এটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে দু’’হাত মাথার দু’’পাশে রাখুন। দু’’টি পা একসঙ্গে জোড়া করুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু’’হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু’’পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক ঊরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যান। বুক যেন ঊরু স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে সত্যিই উপকার পাবেন। মন এবং শরীর দুই-ই ভাল থাকবে।

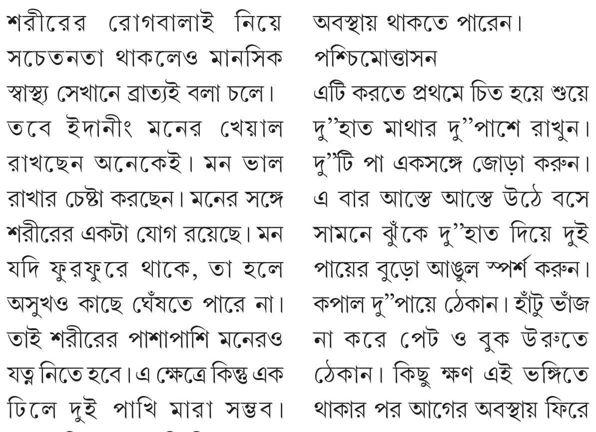

বৃষ্টিবাদলার দিনে চায়ের সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন ফিশ ব্যাটার ফ্রাই

বৃষ্টিবাদলার দিনে সন্ধেবেলা চায়ের সঙ্গে “টা” থাকলে মন্দ হয় না। সময়ও লাগবে অল্প, অথচ স্বাদ হবে লা-জবাব এমন ফিশ ফ্রাইয়ের রেসিপি বানালে কেমন হয়? বাড়িতে ভেটকির ফিলে থাকলে অল্প সময় খরচ করেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন ফিশ ব্যাটার ফ্রাই। তবে সাধারণ ব্যাটার ফ্রাই তো অনেক খেয়েছেন, বানিয়ে ফেলুন গন্ধরাজ ফিশ ব্যাটার ফ্রাই।

রইল প্রণালী।

উপকরণ:

ভেটকি বা বাসার ফিলে: ১০টি

তেল: পরিমাণ মতো

গন্ধরাজ লেবুর রস: তিন-চার টেবিল চামচ

গোলমরিচ গুঁড়ো: স্বাদ অনুযায়ী

আদাবাটা: আধ টেবিল চামচ

পার্সলে কুচি: দুই টেবিল চামচ

রসুন বাটা: এক টেবিল চামচ

নুন: স্বাদমতো

খাবার সোডা: খুব অল্প

বেকিং পাউডার: আধ চা চামচ

ময়দা: আধ কাপ

কর্নফ্লাওয়ার: ১ কাপ

গন্ধরাজ লেবুর খোসা: এক চা চামচ

কাঁচালঙ্কা বাটা: এক চা চামচ

ঠান্ডা জল: পরিমাণ মতো

মাখন: দুই টেবিল চামচ

প্রণালী:

বাসা বা ভেটকি মাছের ফিলে ভাল করে ধুয়ে, শুকনো করে মুছে নিন। এ বার মাছের গায়ে নুন, গোলমরিচ, পার্সলে কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস ও খোসা মাখিয়ে রেখে দিন। এ বার আধ ঘণ্টা মাছের ফিলে ম্যারিনেট অবস্থায় থাকতে দিন। এই ফাঁকে বানিয়ে রাখুন ব্যাটার। একটি পাত্রে কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, খাবার সোডা, বেকিং পাউডার, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর মাখন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণে ঠান্ডা জল দিয়ে ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার ওই ব্যাটারে ম্যারিনেশন করা মাছের টুকরোগুলি ডুবিয়ে মাছের গায়ে একটা কোটিং তৈরি করে নিন। এ বার ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। চা-কফির সঙ্গে গরমাগরম পরিবেশন করুন। সন্ধের নাস্তায় জমে যাবে গন্ধরাজ ফিশ ব্যাটার ফ্রাই।

শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে খেতে পারেন ৫ ফল

মাছ, মাংস, ডিম সবগুলিতেই প্রোটিন রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। আসলে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার বললেই এগুলির কথাই মাথায় আসে। আমিষ খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেশি। তবে তার মানে এই নয় যে প্রোটিন নিরামিষ কোনও খাবারে থাকে না। প্রোটিন-সমৃদ্ধ ফলেরও কিন্তু অভাব নেই। নিয়ম করে তেমন কয়েকটি ফল যদি খাওয়া যায়, তা হলে ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর।

কোন ফলে প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?

১)কমলালেবু বাঙালির কাছে শীতকাল মানেই পিকনিক আর কমলালেবু। কমলালেবু খাদ্যগুণের দিক থেকেও এগিয়ে। প্রতি ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে থাকে ০.৯ গ্রাম প্রোটিন।

২) কলা কলাতে থাকে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম। আরও নানা ধরনের উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রোটিনও। ১০০ গ্রাম কলায় থাকে ১.১ গ্রাম প্রোটিন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করতে নিয়ম করে কলা খেতে পারেন।

৩) কিশমিশ

আঙুর ফল শুকিয়ে তৈরি হয় কিশমিশ। পায়েস হোক বা পোলাও, কিশমিশ দিতেই হবে। প্রতি ১০০ গ্রাম কিসমিসের মধ্যে থাকে ৩ গ্রাম প্রোটিন। ৪) খেজুর বাঙালি চাটনিতে খেজুর জনপ্রিয় উপকরণ। শুধু খেজুর খেতেও ভালবাসেন অনেকেই। খেজুরের প্রতি ১০০ গ্রামে থাকে ২.৪৫ গ্রাম প্রোটিন। এ ছাড়াও থাকে ৮ গ্রাম ফাইবার। ফলে হজমক্ষমতা উন্নত করার ছাড়াও ফিট থাকতেও খেজুর সত্যিই উপকারী। ৫)পেয়ারা পেয়ারা যেমন সুস্বাদু ফল, তেমনই উপকারি। পেয়ারার রস বা জ্যামও বেশ জনপ্রিয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারায় থাকে ২.৬ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিন ছাড়াও পেয়ারায় রয়েছে ভিটামিন সি। দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে পেয়ারা খেতে হবে নিয়ম করে।

ত্বকের নানা সমস্যায় ব্রণ ফুসকুড়ি তো লেগেই থাকে

ত্বকের নানা সমস্যায় সারা বছরই ভোগেন অনেকে। ব্রণ, ফুসকুড়ি তো লেগেই থাকে। এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে অনেকেই ভরসা রাখেন নামীদামি সংস্থার বিভিন্ন প্রসাধনীর উপরে। শুধু তাই নয়, চটজলদি জেল্লা ফেরাতে অনেকে ভরসা নানা ঘরোয়া টোটকা। কিন্তু ঘরোয়া টোটকা মানেই যে তা ত্বকের জন্য উপকারী, তেমনটি না-ও হতে পারে। সবার ত্বকের ধরন এক রকম নয়। কারও ত্বক শুষ্ক, কারও আবার তৈলাক্ত। সারা দেহের তুলনায় মুখের ত্বক অনেক বেশি স্পর্শকাতর। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করলেও ত্বকে কালচে দাগ পড়তে পারে, র্যাশ বেরোতে পারে এমনকি ত্বকের চামড়া পুড়েও যেতে পারে। তাই আখেরে ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও উপাদান ত্বকে প্রয়োগ না করাই ভাল।

পাতিলেবুর রস অনেক ফেসপ্যাকেই নানা প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে লেবুর রসও ব্যবহার করা হয়। সেই প্যাক মুখে লাগালে মুখের কালো দাগছোপ দূর হয়। ত্বকের জেল্লা ফেরাতেও কাজে আসে। ফেসপ্যাকে লেবুর রস ব্যবহারে ক্ষতি নেই, তবে শুধু লেবুর রস মুখে লাগালেই মুশকিল হতে পারে। সরাসরি পাতিলেবুর রস ত্বকে মাখলে হিতে বিপরীত হতে পারে। গরমজল কেবল শীতেই নয় অনেকেই আছেন যাঁরা সারা বছর গরম জলেই স্নান করেন। কিন্তু গরম জল দিয়ে মুখ ধুলে ত্বক ভীষণ মাত্রায় শুষ্ক হয়ে যায়। অনেকেই স্টিম ফেসিয়াল করান। সে ক্ষেত্রে সরাসরি গরম জলে মুখ না ধোয়াই ভাল। মেক আপ তোলার সময় গরম জলে খানিকটা ঠান্ডা জল মিশিয়ে তার পরেই মুখে প্রয়োগ করুন। এতে ত্বকে পিএইচ এর ভারসাম্য বজায় থাকে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধন ত্বকের যত্নে অনেক নামীদামি সংস্থার প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন। এই ধরনের প্রসাধনী দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করা যায় না। এগুলি ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল থাকে। কিন্তু অনেক সময়েই সেগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে যায় নজরে পড়ে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধন ব্যবহার করার ফলে মুখের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দাগও বসে যেতে পারে। তাই এ সব বিষয় সতর্কতা ভীষণ জরুরি।

পুজোর আগে ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান?

পুজোর আগে ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান? সালোঁয় গিয়ে ফেশিয়াল করালেই ১৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা খরচ হয়ে যাবে। ত্বক সুস্থ রাখতে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত নামীদামি প্রসাধনীর উপর ভরসা না করে হেঁশেলের উপকরণ দিয়েই সেরে ফেলতে পারেন রূপচর্চা। কাজ হয়ে যাবে ১০ টাকাতেই। এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন মুসুর ডাল।

বয়সের ছাপ ঠেকিয়ে রাখতে সপ্তাহে দু-তিন দিন ডালবাটা মাখলেই উপকার পাবেন। ত্বক টানটান করতে এই প্যাকের জুড়ি নেই। ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলেও মুসুর ডালের ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকের কালো দাগ দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। ১ কেজি মুসুর ডালের দাম ১০০ টাকার কাছাকাছি, অথচ ১০ টাকার ডালেই ফিরবে জেল্লা। জেনে নিন ত্বকের কোন সমস্যায় কী ভাবে মুসুর ডাল ব্যবহার করলে উপকার পাবেন?

অবাঞ্ছিত রোম তুলতে: ঠোঁটের উপরে অতিরিক্ত রোমের জ্বালায় নাজেহাল? রেজর ব্যবহার না করে মুসুর ডাল দিয়েই হতে পারে মুশকিল আসান। এক চা চামচ মুসুর ডাল বাটার সঙ্গে এক চা চামচ বেসন, এক চা চামচ চালের গুঁড়ো আর কয়েক ফোঁটা আমন্ড অয়েল ভাল করে মিশিয়ে মুখে মাখুন। ফেসপ্যাকটি শুকিয়ে গেলে রগড়ে রগড়ে তুলে ফেলুন। নিয়ম করে এই প্যাকটি ব্যবহার করলে রোমের বৃদ্ধি কমবে। ত্বকের কালো দাগ কমাতে নিয়মিত রোদে বেরিয়ে মুখে কিংবা হাতে পায়ে ট্যান পড়েছে? এই সমস্যার সমাধান করতে তিন টেবিল চামচ মুসুর ডাল বাটা, তিন টেবিল চামচ টক দই আর একই পরিমাণ বেসন বেশ ভাল করে মিশিয়ে নিন। ওই মিশ্রণে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবার ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ত্বকে মেখে নিয়ে অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের জেল্লা ফিরে পাবেন। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে বাটা মুসুর ডালের সঙ্গে দু’’চামচ দুধ মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করে মুখে লাগান। তার পর দু’মিনিট ঘষে ঘষে মালিশ করুন। এর পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। আপনার ত্বকের শুষ্কতা দূর হবে। ত্বক নরম থাকবে।

পুজোর ভিড়ে নজর কাড়তে বদলে ফেলুন চশমার ফ্রেম!

দিনের পর দিন আমরা একই ফ্রেমের চশমা পড়ি। এক বার চশমা না ভাঙলে কিংবা চোখের পাওয়ারে হেরফের না হলে আমরা খুব সহজে চশমায় বদল আনি না। সামনেই পুজো। ভিড়ের মাঝে নজর কাড়তে জুতো থেকে জামা, ব্যাগ থেকে গয়না সবই কিনতে শুরু করেছেন। তবে চশমাটাই কেন বাদ যাবে বলুন তো। ফ্যাশনে বদল আনতে চশমার ফ্রেমটা বদল করে দেখতে পারেন।

পুজোর সাজটাই একেবারে বদলে যাবে। জেনে নিন মুখের গড়ন অনুযায়ী কোন ধরনের ফ্রেম আপনাকে ভাল মানাবে। ১) পানপাতার

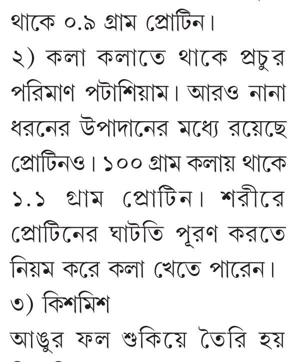

মতো মুখে কপাল চওড়া এবং চোয়াল সরু থাকে। ক্যাট আই, স্পোর্টি সানগ্লাস বেশ মানিয়ে যায় এই চেহারায়। খুব বেশি বড় মাপের গ্লাস এ ক্ষেত্রে না কেনাই ভাল। ২) ডিম্বাকৃতি চেহারায় সব ধরনের সানগ্লাসই ভাল মানায়। শুধু লক্ষ রাখবেন ফ্রেমটি যাতে আপনার মুখের তুলনায় বেশি চওড়া না হয়। ৩) ক্যাট আই কিংবা অ্যাভিয়েটর ফ্রেমের চশমায় গোল মুখখানা লম্বাটে দেখায়। আয়তাকার, কোণযুক্ত ফ্রেমের চশমাও তাঁদের জন্য ভাল। ৪) বর্গাকৃতির চেহারায় মেটালিক ফ্রেম অথবা রিমলেস চশমাও মানিয়ে যায়। ৫) লম্বা মুখের সঙ্গে গোলাকৃতির চশমা ভাল যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, চশমার ফ্রেম যেন খুব ছোট না হয়। ৬) চতুর্ভুজাকৃতি চেহারায় ক্যাট আই স্টাইল ভাল যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে চশমায় যেন চোখের কোল ঢেকে যায়, তাই বড় মাপের চশমা কেনাই ভাল।

অল ত্রিপুরা আউটসোর্সিং স্টাফের বিভিন্ন দাবিতে আগরতলায় বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

ভারী বর্ষণে উত্তাল পশ্চিম ভারত কাল প্রধানমন্ত্রীর সফর পাঞ্জাবে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : আজ রাজস্থান ও গুজরাটে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর। আগামী ২-৩ দিন মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, সাব-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল এবং উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
জম্মু, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে আগামী ৩-৪ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, কেরল ও মাহে এবং তেলেঙ্গানায় কালবৈশাখী ঝড়, বিদ্যুৎ চমকানো ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে আগামীকাল পর্যন্ত।
আজ দিল্লি-এনসিআর-এও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
দিল্লিতে ইয়ামুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার নিচে নেমে এসেছে। আজ সকালে নদীর জলস্তর ২০৫.২২ মিটার হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। শহরের জন্য বিপদসীমা নির্ধারিত হয়েছে ২০৫.৩৩ মিটার, এবং ২০৬ মিটার অতিক্রম করলেই শুরু হয় বাধ্যতামূলক সরিয়ে নেওয়া। পুরনো রেল সেতুতে জলপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে নিয়মিত। নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে এবং ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়েছে।
বন্যায় বিপর্যস্ত পাঞ্জাব পরিদর্শনে আগামীকাল যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাঞ্জাব বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, তাই সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে আসছেন।
রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। সেনাবাহিনী, বিএসএফ ও এনডিআরএফের সহযোগিতায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চলছে পুরোদমে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের প্রায় ২০০০ 'মাই ভারত আপদা মিত্র' স্বেচ্ছাসেবীও বন্যাক্রান্ত এলাকায় সহযোগিতা করছেন।
প্রায় ২০০০ গ্রামের ৩.৮৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ বন্যার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার মঙ্গলবার থেকে জেলার অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ধাপে ধাপে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আবহাওয়া ও বন্যা পরিস্থিতির উপর সকলকে সতর্ক নজর রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলাই সকলের স্বার্থে জরুরি।

ভারত-আমেরিকা অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে দিল্লিতে আলোচনায় জয়শঙ্কর ও আইওয়ার গভর্নর

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সোমবার দিল্লিতে আইওয়া রাজ্যের গভর্নর কিম রেনল্ডস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত---আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী এক্স-এ এই বৈঠকের ছবি শেয়ার করে লেখেন, "ভারত—আমেরিকা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হল।"
এই বৈঠক এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হল যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়েছেন। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ জরিমানা হিসেবে ধরা হয়েছে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতের বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থায়নের অভিযোগ এনেছেন।
এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিথারামন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে না। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "রাশিয়ার তেল হোক বা অন্য কিছুআমরা সিদ্ধান্ত নেব আমাদের জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে। হার, সরবরাহব্যবস্থা বা অন্য যে কোনও দিক থেকে যা আমাদের জন্য লাভজনক, সেটাই আমরা বিবেচনা করব। আর সেই অনুযায়ী আমরা রাশিয়া থেকে তেল কিনব।"
অর্থমন্ত্রী আরও জানান, দেশের আমদানির খরচে অপরিশোধিত তেলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, এবং তাই এই বিষয়ে কৌশলগত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
এদিকে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, "ফেজ-২" এবং "ফেজ-৩" শুল্কের ঘোষণা এখনও বাকি, যা সেই দেশগুলোর উপর আরোপ করা হবে যারা রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখছে। তিনি বলেন, "ভারতের উপর এই শুল্ক আসলে রাশিয়ার বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ, কারণ এর ফলে রাশিয়ার ক্ষতি হচ্ছে শত শত বিলিয়ন ডলার।"
তিনি আরও বলেন, "রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ না নিলেও, যারা রাশিয়াকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই প্রকৃত কার্যকরী কৌশল।"
এই পরিস্থিতিতে জয়শঙ্কর---রেনল্ডস বৈঠক কূটনৈতিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রসার, অন্যদিকে আমেরিকার চাপের মধ্যে ভারতের কৌশলগত অবস্থানএই দুই বিষয় একসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। ভারত যে নিজের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তা মন্ত্রীদের বক্তব্যে স্পষ্ট।

উত্তরাখণ্ডে প্রতারণা ও ধর্মান্তর মামলায় ''অপারেশন কালনেমি''-তে গ্রেফতার ১৪

উত্তরাখণ্ড, ৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ড সরকারের বিশেষ অভিযান 'অপারেশন কালনেমি'-তে এখন পর্যন্ত মোট ১৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ধর্মান্তরের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন।
আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক পুলিশ মহাপরিদর্শক নিলেশ আনন্দ ভরানে জানান, এ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ৫,৫০০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১,১৮২ জনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
জুলাই মাসে শুরু হওয়া এই অভিযানে আগস্ট মাসে জানানো হয়েছিল, ৪,০০০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র হরিদ্বার জেলায় ২,৭০৪ জনকে চেক করা হয়েছে, যেখান থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেহরাদূনে ৯২২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও টেহরি, পৌড়ি, আলমোড়া, নৈনিতালসহ অন্যান্য জেলাতেও এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।আইজি ভরানে বলেন, "এই অভিযান 'দেবভূমি' উত্তরাখণ্ডের পবিত্র ভাবমূর্তি রক্ষা করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।"
এই অভিযানে ধরা পড়া একজন বাংলাদেশি নাগরিক, যিনি দীর্ঘ আট বছর ধরে সেলাকুই এলাকায় বাংলা চিকিৎসক ''অমিত কুমার'' সেজে বসবাস করছিলেন, তার বিরুদ্ধে জাল কাগজপত্র ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।আরেক অভিযুক্ত ইফরাজ আহমেদ লোলু, যিনি কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেলাকুই থেকে। অভিযোগ, তিনি নিজের ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে ''রাজ আহুজা'' নামে দিল্লির ধনী ব্যক্তি সেজে নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন।
এই অভিযানের নামকরণ করা হয়েছে ''কালনেমি''-র নামে, যিনি রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লিখিত একজন রাক্ষস। রামায়ণে তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে হনুমানকে সঞ্জীবনী বুটি সংগ্রহে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে তিনি মহাভারতে কংস রূপে পুনর্জন্ম নেন।
পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যে ছদ্মবেশে থাকা অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুর্গাপূজায় মণ্ডপ ও আশপাশে মাদকের আসর বসানো যাবে না: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৮ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় পূজামণ্ডপ ও আশপাশে মদ-গাঁজার আসর বসানো যাবে না বলে সতর্ক করেচছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, পূজা উপলক্ষ্যে বসা মেলাগুলোতে মাদকাসক্তদের আড্ডা বরদাশত করা হবে না। এবার এসব মেলা বন্ধ থাকবে এবং মদ-গাঁজার ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সচিবালয়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন।
চৌধুরী জানান, দেশের সব পূজামণ্ডপ ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে থাকবে, যেখানে দিনে তিনজন ও রাতে চারজন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। সারাদেশে আনসার মোতায়েন করা হবে এবং বর্ডার এলাকায় বিজিবি থাকবে নিরাপত্তার দায়িত্বে। তিনি আরও বলেন, "ঢাকায় প্রতিমা বিসর্জন লাইন ধরে হবে, যেন সুশৃঙ্খলভাবে সবাই অংশ নিতে পারে।" এই বছর বাংলাদেশজুড়ে প্রায় ৩৩ হাজার পূজামণ্ডপ স্থাপিত হবে বলে জানান তিনি।
পূজা আয়োজকরা কোনো ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ না করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, "গতবার শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদযাপন হয়েছে, এবার আরও ভালো হবে।" নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি নতুন অ্যাপ চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা ঘটলে তা সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো যাবে এবং তথ্য যাচাইও সম্ভব হবে বলে জানান এই উপদেষ্টা।
তিনি পূজা আয়োজকদের সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং বলেন, "পূজার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আয়োজকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা: নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নয়া আর্থিক সহায়তা

পটনা, ৮ সেপ্টেম্বর: বিহার সরকার রাজ্যের নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা' নামে একটি নতুন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার গতকাল এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং অনলাইনে আবেদন পোর্টালের সূচনা করেন।
এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে উপযুক্ত মহিলা প্রার্থীদের ১০,০০০ সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে, যাতে তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা বা স্বনিযুক্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার ছয় মাস পর, পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আরও ২ লাখ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বিহার গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়ন সংস্থা (জীবিকা), যা গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে কাজ করে। মূলত জীবিকার আওতাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা 'জীবিকা দিদি'-রাই এই প্রকল্পের প্রধান উপকারভোগী হবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্প শুধু নারীদের আত্মনির্ভর করে তুলবে না, বরং গ্রামে কর্মসংস্থান তৈরি করে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস করতেও সাহায্য করবে।
অন্যদিকে, রাজ্যের আঙ্গনওয়াড়ি সেবিকা ও সহায়িকাদের সম্মাননিভাতা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে জানান, আঙ্গনওয়াড়ি সেবিকার সম্মাননিভাতা ৭,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৯,০০০ এবং সহায়িকার ক্ষেত্রে ৪,০০০ থেকে ৪,৫০০ করা হয়েছে। তিনি জানান, শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি এবং প্রাথমিক যত্ন নিশ্চিত করতে আঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপই সম্মাননিভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপে কর্মীদের মনোবল যেমন

জিএসটির পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার নিয়ে বিজেপির প্রস্তাব গৃহীত, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেবেন সমাপনী ভাষণ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজধানীতে শুরু হওয়া দু'দিনব্যাপী কর্মশালায় বিজেপি সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে জিএসটি-এর পরবর্তী সাধারণ সংস্কার বিষয়ক একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সাহসী ও জনমুখী' এই সংস্কারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।
কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন, আজ এই কর্মশালায় এনডিএ জোটের অন্যান্য দলের সংসদ সদস্যরাও অংশগ্রহণ করবেন। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বক্তব্য রাখবেন বলেও তিনি জানান।
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জিএসটির পরবর্তী সংস্কার পর্বে কর কাঠামো আরও সহজ করা হয়েছে এবং সাধারণ নাগরিককে এর কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। খাদ্য ও ওষুধের ওপর করের হার, ইলেকট্রনিক পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। পাশাপাশি, উল্টো শুল্ক কাঠামোর মতো বৈসঙ্গতিগুলিও সংশোধন করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা, রপ্তানিকারক ও স্টার্টআপদের জন্য প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা হয়েছে।
এই সংস্কারগুলিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের 'নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার' লক্ষ্যের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভর ভারতের পথকে আরও দৃঢ় করার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে।
প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মাসিক জিএসটি আদায়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধি যা বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে তা শুধু বেশি কর প্রদানকারীর ইঙ্গিত নয়, বরং ভারতীয় অর্থনীতির গতি ও স্থিতিশীলতার প্রতিফলন।
বড় ও ছোট সব ধরনের প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে তারা কর ছাড় ও ছাড়ের সুবিধা সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেন। এতে বলা হয়েছে, 'প্রতিটি সাশ্রয় ও প্রতিটি ছাড় গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণের পথে অগ্রসর হই এবং ব্যবসায়ী ও ক্রেতার মধ্যকার বিশ্বাস আরও দৃঢ় করি।'
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দাম কমলে চাহিদা বাড়বে, চাহিদা বাড়লে ব্যবসার সমৃদ্ধি ঘটবে এবং ব্যবসার সমৃদ্ধিই দেশের শক্তিকে মজবুত করবে।
প্রস্তাবে আরও জানানো হয়েছে, গত আট বছরে জিএসটি করদাতার সংখ্যা ২০১৭ সালের ৬৬ লক্ষ থেকে বেড়ে বর্তমানে ১.৫ কোটিরও বেশি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বার্ষিক জিএসটি সংগ্রহ ২২ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। এই সংস্কারের ফলে জিএসটি সংগ্রহে ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা এই কর ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে।
বিজেপি সংসদীয় দলের এই প্রস্তাব জিএসটি সংস্কারের পরবর্তী ধাপের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এটিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে 'এক ঐতিহাসিক ও জনমুখী' পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করেছে। আজ কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে আরও দিশা স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চীন-রাশিয়া-ভারত ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, শক্ত হচ্ছে ত্রিপাক্ষিক সম্পর্ক: সের্গেই লাভরভ

মস্কো/তিয়ানজিন, ৮ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ জানিয়েছেন, রাশিয়া, ভারত ও চীন পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে নিজেদের সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করছে। গত সপ্তাহে চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত শাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন শীর্ষ সম্মেলনে এই তিন দেশের ঐক্যের প্রকাশ বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে।
লাভরভ বলেন, 'এই তিন দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করছে।' তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, সব দিকেই ১০০ শতাংশ মিল রয়েছে এমনটা নয়। তবুও এই সহযোগিতা বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতায় এক বৃহত্তর মিলনের ইঙ্গিত দেয়।
এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর একসঙ্গে করমর্দন ও ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সের্গেই লাভরভ এই দৃশ্যকে ভবিষ্যতের বৃহৎ সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।
এই ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেন, 'আমেরিকা ভারত ও রাশিয়াকে চীনের কাছে হারিয়েছে।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ানো এবং ভারতের রাশিয়া থেকে তেল ক্রয়ের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করায় দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য নতুনভাবে রচিত হচ্ছে। ভারত, চীন ও রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা এই প্রক্রিয়ারই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আগামী দিনে বৈশ্বিক কূটনীতি ও বাণিজ্যে বড় পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে।

সুদর্শন রেড্ডির লালু যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে বিতর্ক বিজেপির অভিযোগ: নৈতিকতা ভাঙল, মুখোশ খুলে গেল'

পাটনা/নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের একদিন আগে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লক-এর প্রার্থী প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি-র বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দুধ-কেলেঙ্কারিতে দোষী সাব্যস্ত লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে বিজেপি কড়া সমালোচনা করেছে এবং একে 'জনজীবনে নৈতিকতার উপর আঘাত' বলে অভিহিত করেছে।
রবিবার রাতে পাটনায় লালু যাদব নিজের বাসভবনে রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, "উপ-রাষ্ট্রপতি পদে ভারত জোটের প্রার্থী বিচারপতি বি. সুদর্শন রেড্ডি পাটনায় আমার বাসভবনে এসে আমার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।"
বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি এবং বিরোধী জোটের প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডি এক দণ্ডিত নেতা লালু যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, যিনি এখন সাংসদও নন এবং যার এই নির্বাচনে কোনও ভোটাধিকার নেই। এটি শুধুই 'খারাপ দৃশ্য' নয়, বরং এটি একজন উচ্চ সাংবিধানিক পদপ্রার্থী হিসেবে নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক ভয়ংকর বার্তা।"
তিনি আরও বলেন, "সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, এই ঘটনার পরেও তথাকথিত সংবিধান-রক্ষাকারী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা ও বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে রয়েছেন। তাঁদের দ্বিচারিতা আজ সম্পূর্ণ উন্মোচিত।"
উল্লেখ্য, সোমবার সংসদে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। শাসক জোট এনডিএ-র প্রার্থী হিসেবে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিরোধী প্রার্থী বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডির বিরুদ্ধে।
গত ২১ জুলাই হঠাৎ করেই বর্তমান উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় পদত্যাগ করেন। তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণে পদ ছাড়ার কথা জানান, যদিও বিরোধী পক্ষ দাবি করেছে, কিছু রাজনৈতিক মত পার্থক্যের জেরে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।বিজেপি রবিবার এবং সোমবার সংসদ ভবনে ''সংসদ কার্য্যালয়'' নামে বিশেষ প্রশিক্ষণমূলক অধিবেশন করছে, যাতে তাদের সাংসদদের ভোটদান প্রক্রিয়া ভালোভাবে বোঝানো যায়।
অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় সংসদ অ্যানেক্স ভবনে কংগ্রেস সভাপতি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বিরোধী জোট ভারত-র সাংসদদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল বিরোধী ঐক্য বজায় রাখা এবং তাঁদের প্রার্থীকে সমর্থনের বার্তা জোরদার করা।
এক ভিডিও বার্তায় বিচারপতি রেড্ডি বলেন, "উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দলীয় আনুগত্য নয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসের পরীক্ষা। আমি এমপিদের অনুরোধ করব যেন তারা এমন একজনকে বেছে নেন, যিনি রাজ্যসভার ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বজায় রাখবেন।"
নির্বাচনের আগে এই সাক্ষাৎ এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন তুলেছে। ভোটের ফলাফলের পাশাপাশি, এই বিতর্ক আগামী দিনে রাজনৈতিক আদর্শ ও নৈতিকতা নিয়েও নতুন আলোচনা সৃষ্টি করতে পারে।

সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা নাথযোগী ফোরামের দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

ভারতকে 'ক্ষমা চাইতে হবে', ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কড়া বার্তা মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রীর

ওয়াশিংটন, ৮ সেপ্টেম্বর : আসন্ন মাস দুয়েকের মধ্যেই ভারতকে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে এবং 'ক্ষমা চাইতে হবে' এমনই মন্তব্য করলেন মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক। শুক্রবার ব্লুমবার্গ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, ভারত শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির পথে হাঁটবেই।

লাটনিক বলেন, "ভারত রাশিয়া ও চীনের মাঝে ব্রিকস-এর 'স্বরবর্ণ'। যদি ভারত সেই জোটেই থাকতে চায়, তবে থাকুক। কিন্তু আমেরিকার বাজারই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাজার। ভারত যদি মার্কিন ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে না চায়, তবে ৫০ু শুল্ক দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "অবশেষে সব দেশকেই আমেরিকার কাছে ফিরতে হয়, কারণ ক্রেতাই সব সময় সঠিক। আমাদের ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভোক্তা।"

লাটনিকের বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা আগে, ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ লেখেন, "ভারত ও রাশিয়া এখন গভীরতম, অন্ধকার চীনের সঙ্গে চলে গিয়েছে। তাদের জন্য দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি।" এর সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের একটি পুরনো ছবি শেয়ার করেন।

লাটনিক আরও দাবি করেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে যেখানে ভারত মাত্র ২ু তেল কিনত রাশিয়া থেকে, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ু। মার্কিন পক্ষের অভিযোগ, এর ফলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে।

তবে ভারত বারবার জানিয়েছে, জ্বালানি নিরাপত্তার কারণে এবং বাজারের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই রাশিয়া থেকে তেল কেনা হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলির নিষেধাজ্ঞার পর ছাড়মূল্যে রাশিয়ার তেল কেনায় ভারত লাভবান হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে আরোপিত কঠোর শুল্ক ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে বড় প্রভাব ফেলেছে। প্রায় ৫৫ু ভারতীয় রপ্তানি পণ্য, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভিয়েতনাম, চীন ও বাংলাদেশের তুলনায় মার্কিন বাজারে পিছিয়ে পড়ছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন থেকে নির্ধারিত এক বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের দিল্লি সফরও বাতিল হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক কৌশল ও অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে শেষ পর্যন্ত ভারতকে আলোচনার পথে আসতেই হবে, যদিও নয়াদিল্লি আপাতত নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি।

ওড়িশায় প্রেমিকের হাতে খুন, ৮ মাস পর উদ্ধার নারীর পচাগলা দেহ

ভুবনেশ্বর, ৮ সেপ্টেম্বর: আট মাস নিখোঁজ থাকার পর এক নারীর দেহ উদ্ধার হলো ওড়িশার কলিঙ্গ মুন্ডিয়ার এক পরিত্যক্ত খনি থেকে। পুলিশ প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি খুনের কথা স্বীকারও করেছেন।

মৃতার নাম নিরুপমা পারিদা (২২), যিনি মিতা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরে গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন। গত ২৪ জানুয়ারি নিরুপমা পরিবারকে জানান যে তিনি নিজ গ্রাম রণপুর যাচ্ছেন। কিন্তু আর পৌঁছাননি। ২৭ জানুয়ারি পরিবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। প্রথমে তদন্তে সাফল্য না মিললেও সম্প্রতি ডিজিটাল প্রমাণ হাতে আসে। পুলিশের জালে ধরা পড়ে প্রেমিক দেবাশিস বিসোই, যিনি সন্দেহভাজন সম্পর্কের কারণে খুন করেছেন বলে স্বীকার করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, নিরুপমা ও দেবাশিস একসঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। সুযোগ পেয়ে প্রেমিক খুন করে দেহ ফেলে দেয় পরিত্যক্ত খনিতে। পরে মৃতার মোবাইল ব্যবহার ও ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে থাকে সে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

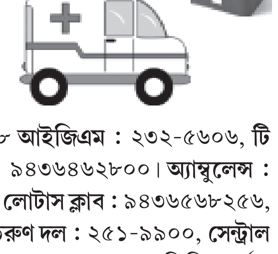

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ ল্যাপটপ এবং ব্যাটারি উদ্ধার, প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয় পুলিশ

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার, ল্যাপটপ এবং ব্যাটারি উদ্ধার করে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রের সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর আজ ৯ জন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন এডিশনাল এসপি ধ্রুব নাথ।

এডিশনাল এস পি ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, গত দেড় মাস আগে শহর থেকে এক যুবকের গাড়ির ব্যাটারি চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে চুরির মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি খবর আসে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অবশেষে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ ল্যাপটপ এবং ব্যাটারি উদ্ধার করে পুলিশ।

জয়নগর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে জন্ডিস-টাইফয়েড, ডিডাব্লিউএস দপ্তরে ডেপুটেশন সিপিআইএম জয়নগর মেলারমাঠ ও রাজনগর লোকাল কমিটির

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ডিডাব্লিউএস দপ্তরের বনমালীপুর ভুতুরিয়াস্থিত ডিভিশনে সিপিআইএম জয়নগর মেলারমাঠ ও রাজনগর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এদিনের ডেপুটেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাম নেতা সন্দীপন দেব বলেন, জয়নগর এলাকায় মারাত্মকভাবে জন্ডিস ও টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এই রোগে আক্রান্ত বহু এলাকাবাসী বর্তমানে নিজেদের বাড়ীঘরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিমত, স্মার্ট সিটির নামে অপরিকল্পিতভাবে ড্রেন রাস্তা কাটার কারণে নোংরা জলের সংমিশ্রণ ও তীব্র গরমে নিয়মিত পর্যাপ্ত জল না পাওয়ার ফলে জন্ডিস টাইফয়েড ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই সিপিআইএম এর তরফে এদিনের ডেপুটেশন প্রদান করে দাবি জানানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে জয়নগর এলাকায় জনসচেতনতা তৈরী করা সহ এসব রোগ মোকাবিলা করতে স্বাস্থ্য শিবির, রক্ত পরীক্ষা এবং চিহ্নিত রোগীদের সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জন্য।

৫ দফা দাবিতে বিদ্যুৎ নিগমের আউটসোর্সিং কর্মীদের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎ নিগমের আউটসোর্সিং স্টাফরা কর্মীর সংস্থার অধীনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে তাঁরা। তাই ৫ দফা দাবিতে টাউনহলের সামনে থেকে একটি মিছিল করে বিদ্যুৎ দপ্তরের এমডি'র নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে তাঁরা।

এক আউটসোর্সিং কর্মী বলেন, গত পাঁচ বছর যাবৎ ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা ভিশন প্লাসের অধীনে প্রায় ৬০০ জন কর্মী বিভিন্ন পদে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যুৎ দফতর থেকে বলা হয়েছিল তাঁদের প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়নি। ন্যূনতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে। কর্মীদের আরও অভিযোগ, গত ৬ মাস ধরে তাঁরা বেতন বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। বেতন নিয়ে কোম্পানীর কর্মকতার সাথে কথা বললে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ দফতর থেকেই বকেয়া বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে পাঁচ দফা দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের দাবিগুলো হল, নিয়মিতকরণ করা, প্রত্যেক মাসে মাসে নিয়মিত বেতন প্রদান, সঠিক সময়ে বেতন প্রদাব, ইপিএই ও ইএসআই এবং মেডিকেল ছুটি প্রদান করা এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হোক।

পথ নাটক ও নৃত্যের মাধ্যমে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি প্রবাহ ধলাই সামাজিক সংসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর:পথ নাটক ও নৃত্যের মাধ্যমে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেয় প্রবাহ ধলাই সামাজিক সংসা। ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটির অধীনে পদক্ষেপ প্রিভেনশন (টিআই) প্রকল্প দ্বারা এইচআইভি-এইডস সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগ।

৮ সেপ্টেম্বর সারাদিনব্যাপী লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা এবং ধুমাছড়ার বিভিন্ন এই বিষয়ের উপর পথ নাটিকা এবং নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পদক্ষেপ প্রিভেনশন প্রকল্পের কাউন্সিলর প্রিতম পাল এবং এই প্রকল্পের অন্যান্য আউটরিচকর্মীরা। প্রিতমবাবু জানান সাধারন মানুষ যাতে এইচআইভি-এইডস কি এবং কিভাবে ছড়ায় সে বিষয়ে বেশি বেশি ওয়াকিবহাল করা যায় সেই লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ।

বিশেষ করে একাংশ যুব সমাজের কাছে নেশা করার জন্য সিরিঞ্জ দিয়ে ড্রাগস ইনজেক্ট করাটা এই ভয়ংকর ব্যাধি বিস্তারে একটি বড় ভূমিকা নিচ্ছে। তাই এইচআইভি-এইডস প্রতিরোধে তাদেরকে সচেতন করাটাই আমাদের মূখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশেই সক্রিয় খালিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী, অর্থসাহায্য পাচ্ছে কানাডা থেকে

নয়াদিল্লি/অটোয়া, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের দীর্ঘদিনের অভিযোগকে সত্যি প্রমাণ করল কানাডার নতুন সরকারি রিপোর্ট। কানাডার অর্থ মন্ত্রকের সদ্য প্রকাশিত এক নথিতে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে খালিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি কানাডায় সক্রিয় এবং তারা আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে।

কানাডার অপরাধ দমন কোডে তালিকাভুক্ত বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠনকে "পলিটিক্যালয় মোটিভেটেড ভিওলেন্ট এক্সট্রিমিজম" ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে হামাস, হিজবুল্লাহর পাশাপাশি খালিস্তানি সংগঠন বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশনের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কানাডা থেকেই এসব সংগঠন আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দারা পর্যবেক্ষণ করেছেন।

২০২৫ সালের এসেসমেন্ট অফ মানি লাউন্ডারিং এন্ড টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং রিস্কস ইন কানাডা শীর্ষক রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, আগে খালিস্তানি গোষ্ঠীগুলির কানাডায় ব্যাপক তহবিল সংগ্রহ নেটওয়ার্ক ছিল। বর্তমানে তা ছোট ছোট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হয়ে এসেছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, খালিস্তানি গোষ্ঠীগুলি মূলত অভিবাসী সম্প্রদায় থেকে চাঁদা তোলে, বেসরকারি সংস্থা ও নন-প্রফিট সংগঠনগুলির অপব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ করে। এছাড়া তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ, ব্যাংকিং ও মানি সার্ভিস বিজনেস-এর অপব্যবহার, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিদেশি রাষ্ট্রীয় মদত থেকেও অর্থ সংগ্রহ করে।

খালিস্তানি আন্দোলনের লক্ষ্য পাঞ্জাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র "খালিস্তান" প্রতিষ্ঠা করা। এ নিয়ে ভারত বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেও কানাডা এতদিন বিষয়টি উপেক্ষা করেছে, যার ফলে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেছিলেন, খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে ভারতের হাত রয়েছে। নয়াদিল্লি সেই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে খারিজ করে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব কূটনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়।

যক্ষা নিবারণী হলে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে আগরতলা যক্ষা নিবারণী হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে যক্ষা নিবারণী হলে সোমবার সচেতনতামূলক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সচেতনতামূলক আলোচনা চক্রে ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়। উল্লেখ্য আজ বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস। উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর অঙ্গ হিসেবেই যক্ষ্মা নিবারণি হলে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্যোক্তারা জানান সারা বছর তারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে নানা কর্মসূচি পালন করে থাকেন। শুধু তাই নয় গতবছর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৬ টি স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করেছেন তারা। আগামী দিনগুলিতেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন।

বাঙালীদের অস্তিত্ব, অধিকার রক্ষা করতে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসেবে সিপিএমকে চিহ্নিত করে আমরা বাঙালী দলের দাবি সনদ পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর:বাঙালীদের অস্তিত্ব, অধিকার রক্ষা করতে ও ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসেবে সিপিএমকে চিহ্নিত আখ্যায়িত করে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে আমরা বাঙালী দল দাবী সনদ পেশ করেছে।

ভারতের ভূমিপুত্র স্বাধীনতার রূপকার বাঙালীদের অস্তিত্ব, অধিকার রক্ষাকরতে ও ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা সিপিএম কে চিহ্নিত করতে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ দাবি সনদ পেশ করা হয়েছে। শাসক বিজেপি দল তা পূরণ করে তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ দেবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে আমরা বাঙালি দল। নতুবা সন্ত্রাসবাদ ও ত্রিপুরার উগ্রপন্থী নিয়ে তাদের বর্তমান বক্তব্য বাঙালীদের প্রতি প্রতারণার সামিলই হবে।

তাদের দাবি গুলি হল ,হাইকোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে ৮০র জুনের গণহত্যায় জড়িত অপরাধীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।৮০র জুন থেকে এপর্যন্ত উগ্রবাদী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালীদের পরিবার প্রতি ২ কোটি টাকা, জমি ও নিরাপত্তা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশালগড়ে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গাফিলতি, চরম দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ সেপ্টেম্বর: বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে একের পর এক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। অভিযোগ, দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে কন্টোল রুমের কর্মীরা মূল ফটক বন্ধ করে ভিতরে ঘুমিয়ে থাকেন। টেলিফোনে যোগাযোগ করলেও সাড়া মেলে না তাঁদের কাছ থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় গোকুলনগর রাস্তারমাথার বিদ্যুৎ কন্টোল রুমে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই কন্টোল রুমে কর্মরতদের কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় ভুগতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। বিদ্যুৎ গোলযোগ দেখা দিলেও কর্মীরা সাড়া দেন না। এর ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে পুরো অঞ্চল। অথচ ঠিক কী কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট তথ্য মেলে না।

সোমবার এ নিয়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে সাংবাদিকরা সরেজমিনে চাঞ্চল্যকর দৃশ্যের সাক্ষী হন। দেখা যায়, মূল ফটক বন্ধ করে কন্টোল রুমের ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। এমনকি বিদ্যুৎ নিগমের অন্য কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাকাডাকি করলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অন্যদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে বিদ্যুৎ লাইন পুনরায় চালু করেন নিগমের কর্মীরা।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছেকন্টোল রুমে দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কর্তব্যজ্ঞান নিয়ে। প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তুলেছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

দ্যা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির উদ্যোগে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে হুইলচেয়ার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে দ্যা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির উদ্যোগে আগরতলা ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর আগরতলা ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মন্ত্রী টিঙ্কু রায় জিমনাস্ট দীপা কর্মকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক সুজিত রায় সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে হুইল চেয়ার সহ বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া বক্তব্যের মাধ্যমে মন্ত্রী টিংকু রায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিমের কথা উল্লেখ করেন।

এইচডিএফসি ব্যাংক সিট্রোয়েন ইন্ডিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব করেছে

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি খাতের ব্যাংক এইচডিএফসি ব্যাংক সিট্রোয়েন ইন্ডিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব করেছে। যার ফলে খুচরা ও ডিলার উভয়ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ এবং উচ্চমানের আর্থিক সমাধান প্রদান সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপ স্টেলান্টিস-এইচডিএফসি জোটকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে, যার ফলে জিপ, মাসেরাটি এবং এখন সিট্রোয়েনসহ ভারতের সব স্টেলান্টিস ব্র্যান্ডের জন্য একচেটিয়া আর্থিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো এইচডিএফসি ব্যাংক। অংশীদারিত্ব স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন শিশির মিশ্র, ব্যবসা প্রধান ও পরিচালক স্টেলান্টিস ইন্ডিয়া এবং অখিলেশ কুমার রায় ব্যবসা প্রধান অটো লোন, ইনভেন্টরি ফাইন্যান্স ও টু-হুইলার লোন, এইচডিএফসি ব্যাংক। অনুষ্ঠানে স্টেলান্টিস ইন্ডিয়া ও এইচডিএফসি ব্যাংকের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্যান-ইন্ডিয়া উপস্থিতি নিয়ে এইচডিএফসি ব্যাংকের সঙ্গে এই সহযোগিতা সিট্রোয়েন গ্রাহক ও ডিলার উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তা নিয়ে আসবে। গ্রাহকদের জন্য এই অংশীদারিত্ব আকর্ষণীয় সুদের হার এবং সহজলভ্য পরিষেবার মাধ্যমে গাড়ি কেনার প্রক্রিয়াকে আরও সুবিধাজনক করে তুলবে।

কলমচৌড়ায় বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, গত দেড় বছর আগে ১৪৯ নং ব্যাটালিয়ন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সীমান্তে একের পর এক অশান্তিকর ঘটনার অভিযোগ উঠছে। কখনও সীমান্তে নির্বিচারে গুলি চালানো, কখনও বাজারে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি এসব ঘটনায় আতঙ্কে দিন কাটছে সীমান্তবাসীর। শিশু থেকে নারী, কেউই রেহাই পাচ্ছেন না।গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যখন একজন নির্বাচিত প্রধানই বিএসএফের হাতে হেনস্তার শিকার হন, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন আরও বড় হয়ে দাঁড়ায়। শুধু কলমচৌড়াই নয়, রহিমপুর, পুটিয়া, বক্সনগর, কলসিমুড়া প্রায় প্রতিটি সীমান্ত গ্রামেই একই চিত্র। সীমান্তে বসবাসকারীরা নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেই দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভোটদান থেকে বিরত

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির বরগড়ের সাংসদ প্রদীপ পুরোহিত। তিনি বলেন, "ওরা আমাদের প্রার্থীর বিরোধিতা করেনি, এটাও এক ধরনের সমর্থন।"

অন্যদিকে, ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভক্তচরণ দাস বলেন, "ভোটদানে বিরত থাকা মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। বিজেডি-র জন্য এটি ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার একটি সুযোগ, যা তারা হারাল।"

রেগার কাজ না

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ প্রদর্শন চলার পরও ব্লক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে পুলিশ কর্মীদের সামনেই ব্লকের মেইন গেইট বন্ধ করে দিয়ে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায় রেগা শ্রমিকরা। অবস্থা বেগতিক বুঝে পরিশেষে বিডিও প্রহ্লাদ নোয়াতিয়া বিক্ষোভকারী রেগা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে কাজের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলে রেগা শ্রমিকরা তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচী তুলে নেন। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয় ডুম্বুরনগর ব্লক চত্বর।

পুলিশের গুলিতে

● প্রথম পাতার পর

দেখানো হয়েছে, তার পাশে রাজনীতিবিদদের সন্তানদের বিলাসবহুল জীবন তুলে ধরা হয়েছে। এই ধরনের কনটেন্ট তরুণদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, "আমরা কোনো প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে নই, বরং আমরা দেশের আইনের অবমাননা ও জাতীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে।" তিনি বলেন, "বহুজাতিক এই কোম্পানিগুলো এক বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের আইন মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল। কেউ কেউ বলেছে, 'আমরা তোমাদের সংবিধান জানি না।' চারজনের চাকরি গেলে যাবে, কিন্তু দেশের গরিমা বড়।"

তিনি আরও বলেন, "জাতীয় গরিমা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কেউ যদি সংবিধানকে উপেক্ষা করে, তাকে ছাড় দেওয়া যায় না।" একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানে সুরক্ষিত এবং সরকার সেটার মর্যাদা দেয়।

তবে, অনেক বিশ্লেষক এবং মানবাধিকার সংস্থা বলছে, সরকার বাস্তবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করছে এবং ডিজিটাল অর্থনীতি ও গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলছে।

ঘটনার পরপরই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক যৌথ বিবৃতিতে পুলিশি গুলির তদন্ত দাবি করেছে এবং সরকারকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে।

বর্তমানে কাঠমান্ডুর বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কারফিউ জারি রয়েছে। মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সেনাবাহিনী রাস্তায় টহল দিচ্ছে এবং শহরে উত্তেজনা চরমে। সরকার এখনও স্পষ্ট করে জানায়নি যে সামাজিক মাধ্যম নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে কিনা।

নেপালের 'জেন-জি বিপ্লব' শুধু একটি সামাজিক মাধ্যম নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ নয়, এটি তরুণ সমাজের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, বঞ্চনা, এবং অনিশ্চয়তা থেকে উঠে আসা একটি জোরালো বার্তা। তরুণদের এই বিক্ষোভ দেশজুড়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখন দেখার, সরকার গণতান্ত্রিক চেতনা ও আইনের শাসনের দিকে এগিয়ে যায়, নাকি কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবাদ দমন করতে চায়।

স্বচ্ছতার মাধ্যমে

● প্রথম পাতার পর

স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন অন্তহীন। কিন্তু এই উন্নয়ন হতে হবে সামগ্রিক। তাই বর্তমান রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার মাধ্যমে নাগরিকদের উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন মহকুমায় ৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, নরসিংগড় ও অভয়নগরের চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউটে ২টি পার্ক, অভয়নগরে মেয়েদের জন্য আফটার কেয়ার হোম এবং চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট ও অনাথ শিশুদের জন্য স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সির উদ্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া কর্মজীবি মহিলাদের জন্য অভয়নগর, এডিনগর, বোধজংনগর, সাব্রুম এবং বিলোনীয়ায় হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। উদ্বোধন হওয়া ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৬১ কোটি টাকা। তাছাড়া আগরতলা ডায়েটে বালকদের জন্য যে হোস্টেল উদ্বোধন করা হয়েছে তার জন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এবছরের এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে পোষণ অভিযানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আইসিডিএস সুপারভাইজারদের মধ্যে মোট ১১, ১৩০টি স্মার্টফোন দেওয়ার কর্মসূচিরও সূচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাঠ পর্যায়ে রিয়েল টাইম তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য মোট ব্যয় হবে ১২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, কর্মজীবি মহিলাদের জন্য বর্তমানে রাজ্যে কেবলমাত্র ১টি হোস্টেল রয়েছে। রাজ্য সরকার আরও ১০টি এধরণের হোস্টেল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। আজকের ৫টি সহ ইতিমধ্যেই আমবাসা, ধর্মনগর ও কৈলাসহরে হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়ে গেছে। আগামী দিনে উদয়পুর ও কুমারঘাটে হোস্টেল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। হোস্টেলগুলিতে জিম, বিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলার ব্যবস্থা, শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা সহ অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থা থাকবে।

প্রতিটি হোস্টেল নির্মাণে ব্যয় হবে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, বর্তমানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ৪ লক্ষ সুবিধাভোগীকে সামাজিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ওয়ানস্টপ সেন্টার। এগুলির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ২৬১ জন মহিলাকে সহায়তা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮০৬ জন গর্ভবতী মহিলা এবং প্রসূতি মাকে সহায়তা বাবদ প্রায় ৭৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার প্রকল্পে ৪৩,৬৬৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে প্রায় ৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পোষণ অভিযানে ৯, ১৮৮ জন শিশুকে সহায়তা করা হয়েছে। ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে এখন পর্যন্ত ১,৪০২ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ১,৬১৫ জন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ প্রতীকী হিসেবে কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে পোষণ কিট এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে থাকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর। বর্তমানে রাজ্যে ১০,২৭৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ০-৬ বছরের ২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৩১ জন শিশুর নাম নথিভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে আগামীদিনে রাজ্যে নতুন আরও ৩৪৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হবে। চিহ্নিত ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অ্যাডহকের ভিত্তিতে ১০১ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে সুপারভাইজার পদে উন্নীত করা হয়েছে। তাছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পুজা অনুদান ২১০ টাকা বাড়িয়ে ২,৩১০ টাকা করা হয়েছে। তাছাড়াও তিনি বলেন, মোবাইল বিল বাবদ এককালীন ২ হাজার টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের শাড়ি বাবদ ১ হাজার টাকা দুর্গাপূজার পূর্বেই যার যার একাউন্টে প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি তথ্যচিত্রও পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব তাপস রায় এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অধিকর্তা তপন কুমার দাস।

াঙ্গন

বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে ফিজিওথেরাপি দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট- ত্রিপুরা রাজ্য শাখা, মহিলা শাখা ও ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সাইন্সেস-এর যৌথ উদ্যোগে সকাল ৭টায় রাজধানীর রবীন্দ্রাভবন প্রাঙ্গন থেকে তিন শতাধিক রাজ্যের প্রোফেশনাল ফিজিওথেরাপিস্ট ও ফিজিওথেরাপি বিভাগে পাঠরত ছাত্রছাত্রী সম্মিলিত ভাবে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমণ করে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। এই শোভা যাত্রার উদ্বোধন করেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচীব সুকান্ত ঘোষ, আই. এ. পি. ত্রিপুরা রাজ্য শাখার মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ সুজিৎ রায় প্রমুখ। এছাড়া, আই. এ. পি. ত্রিপুরা রাজ্য শাখা সভাপতি ডাঃ বীরবর দেবনাথ (পি. টি.), ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সাইন্সেসের প্রসাশনিক আধিকারী মাধবেন্দ্র কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সকাল সাড়ে দশটায় এম. বি. বি. মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন আগরতলা ক্লাব রিসোর্ট-এ বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দিব্যাঙ্গ ভাইবোন ও ষাট উর্ধ ব্যাক্তিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই মহতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় সমাজ কল্যাণ, সমাজ শিক্ষা, ক্রীড়া ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ডাঃ কনক চৌধুরী, সদস্য ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল এবং পদ্মশ্রী ডঃ দীপা কর্মকার, আই. এ. পি. ত্রিপুরা রাজ্য শাখার মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ সুজিৎ রায় প্রমুখো উপস্থিত ছিলেন।প্রধান অতিথি ক্রীড়া মন্ত্রী তার ভাষণে বলেন প্রাত্যহিক জীবনে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অপরিসীম। শিশুদের জন্মগত সমস্যা, বার্ধক্য জনিত সমস্যা, পক্ষাঘাত জনিত সমস্যা, ক্রীড়া জনিত আঘাত, আই. সি. উ . জনিত রোগীদের পুনরায় সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ফিজিওথেরাপি খুবই উপযোগী। দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট - ত্রিপুরা রাজ্য শাখা শুধু শহর কেন্দ্রীক নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি পরিষেবা দিয়ে থাকেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। অদূর ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রম, শিশুনিবাস ও ক্রীড়া দপ্তরে ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০ জন দিব্যাঙ্গ ভাইবোন ও ষাট উর্ধ ব্যাক্তিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী ডঃ দীপা কর্মকার তার ব্যক্তিগত জীবনে ফিজিওথেরাপির গুরুত্ব নিয়ে বিষদে আলোচনা করেন।

এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড ইংল্যান্ডের, ভেঙে গেল ভারতের আড়াই বছরের পুরনো নজির

এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়ল ইংল্যান্ড। রানের নিরিখে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে জেতার নজির গড়ল তারা। রবিবার সাউদাম্পটনে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে তারা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে ৩৪২ রানে। এত বড় জয় এক দিনের ক্রিকেটে আর কোনও দলের নেই। ইংল্যান্ড ভেঙে দিয়েছে ভারতের আড়াই বছরের পুরনো নজির।২০২৩-এর জানুয়ারিতে তিরুঅনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩১৭ রানে জিতেছিল ভারত। এতটাই পর্যন্ত সেটাই ছিল রানের নিরিখে বৃহত্তম জয়। সেই নজির ভেঙে দিল ইংল্যান্ড। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২০২৩-এর বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ৩০৯ রানে জিতেছিল তারা। চার নম্বরে জিম্বাবোয়ে। সে বছরই আমেরিকাকে ৩০৪ রানে হারিয়েছিল তারা। পঞ্চম স্থানে ভারত। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে ৩০২ রানে হারিয়েছিল তারা।এক দিনের ক্রিকেটে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম পরাজয়। কিছু দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৭৬ রানে হেরেছিল তারা। তার আগে ভারতের বিরুদ্ধে ২৪৩ রানে হেরেছিল। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আগেই এক দিনের সিরিজ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাই তাদের একমাত্র সান্ত্বনা।রবিবার সাউদাম্পটনে আগে ব্যাট করে ৪১৪/৫ তোলে ইংল্যান্ড। শতরান করেন জো রুট এবং জেকব বেথেল। শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছিল ইংল্যান্ড। বেন ডাকেট (৩১) আউট হওয়ার পর চালিয়ে খেলতে থাকেন জেমি স্মিথ (৬২)। তিনি আউট হওয়ার পর তৃতীয় উইকেটে রুটের সঙ্গে ১৮২ রানের জুটি গড়েন বেথেল। রুট ধরে খেললেও বেথেল আক্রমণাত্মক খেলছিলেন। ১৩টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে ৮২ বলে ১১০ রানে আউট হন তিনি। এর পর ইংল্যান্ডকে চারশোর গন্ডি পার করে দেন জস বাটলার (৩২ বলে ৬২) এবং উইল জ্যাকস (৮ বলে ১৯)। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। তাদের মাত্র তিন জন ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করেন। চোট পাওয়ায় টেম্বা বাভুমা ব্যাট করতে পারেননি। ট্রিস্টান স্টাবস (১০), করবিন বশ (২০) এবং কেশব মহারাজ (১৭) দু'অঙ্কের রান করেন। ভাল বল করেন জফ্রা আর্চার। তিনটি মেডেন-সহ ৯ ওভার বল করে ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ব্রাইডন কার্স ২টি এবং আদিল রশিদ ৩টি উইকেট নিয়েছেন।

যুবক-যুবতীদের সমাবেশ ও দৌড় কর্মসূচির ব্যাপক উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নব যুবা রানিং-এর কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী একুশ সেপ্টেম্বর রাজধানী আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে এক বিশাল দৌড় সমন্বিত রেলির আয়োজন করা হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই নব যুবা রানিং কর্মসূচি সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী ওইদিন সকাল ছয়টায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে দৌড় শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে যথাস্থানে তা শেষ হবে। আজ সোমবার বিকেলে, বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি সুশান্ত দেব, সাধারণ সম্পাদক শম্ভুলাল চাকমা, স্পোর্টস ইনচার্জ প্রদীপ সরকার, মুখপাত্র অম্লান মুখার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে আপামর যুবক-যুবতীরা এই নব যুবা রানিং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

পঞ্জাবের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে ১১টি নৌকা, অ্যাম্বুল্যান্স দান সাংসদ হরভজনের, তুলে দিলেন ৫০ লক্ষ টাকাও

পঞ্জাবের বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন হরভজন সিংহ। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন পঞ্জাবের ছেলে। কঠিন সময়ে নিজের রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করেছেন তিনি। রাজ্যসভার সাংসদ হরভজন নিজের সাংসদ তহবিলের টাকা থেকে ৮টি যন্ত্রচালিত নৌকা দান করেছেন। পাশাপাশি নিজের টাকায় আরও ৩টি যন্ত্রচালিত নৌকা কিনে দিয়েছেন তিনি। নৌকার পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্সও দান করেছে ভাজ্জি। বন্যাদুর্গতদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকাও তুলে দিয়েছেন তিনি।সংবাদ সংস্থা পিটিআই হরভজনের এই সাহায্যের কথা জানিয়েছে। তারা বলেছে, মোট ১১টি যন্ত্রচালিত নৌকা দান করেছেন হরভজন। যে সব এলাকায় জল জমে রয়েছে সেখান থেকে মানুষদের নিরাপদে বার করার জন্য ও যাতায়াতের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। প্রতিটি নৌকার দাম সাড়ে ৪ থেকে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য দিয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্স। আর্থিক সাহায্যের জন্য বন্ধুদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন হরভজন। ইতিমধ্যেই তিনি ৫০ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, হরভজনের ডাকে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে এসেছে। তারাও আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।গত কয়েক দিনে বন্যায় বিপর্যস্ত পুরো পঞ্জাব। অন্তত ৪০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বেশির ভাগ জেলা জলের তলায়। একরের পর একর ফসল নষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক পঞ্জাবি অভিনেতা ও গায়ক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই তালিকায় এ বার জুড়লেন হরভজন। গত মাসে ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে অস্বীকার করেছিলেন হরভজন। ম্যাচ থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন তিনি। পরে আরও কয়েক জন ক্রিকেটার তা করেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেনি ভারত। সেমিফাইনালে আবার মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। ভারত প্রতিযোগিতা থেকেই নাম তুলে নেয়। কয়েক দিন আগে ২০০৮ সালে আইপিএলে এস শ্রীসন্থকে হরভজনের চড় মারার ভিডিয়ো ভাইরাল করেন আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদী। সেই ঘটনায় ললিতকে নিশানা করেছিলেন হরভজন। এ বার আরও একটি কাজে শিরোনামে তিনি।

সরাসরি জয়ের উদ্দেশ্য করে আজ থেকে ত্রিপুরা ছত্তিশগড়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল ত্রিপুরা দল খেলতে নামছে ছত্তিশগড় ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের বিরুদ্ধে। তুলনামূলক বিচারে ছত্তিশগড় দল ত্রিপুরা থেকে অনেকটাই নবাগত। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দল বৃষ্টির কারণে প্রথমে লিড নেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে দ্বিতীয় ম্যাচে পুরোপুরি অলআউট খেলে সরাসরি জয় পেতে মরিয়া। কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত ড. ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। প্লাটিনাম ওভাল অর্থাৎ আলুর এক নম্বর মাঠে ত্রিপুরা ছত্তিশগড়ের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৬ দলীয় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের আরও সাতটি ম্যাচ আগামীকাল একে একে সাত মাঠে শুরু হবে। বরোদা খেলবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন কোল্ট খেলবে অন্ধ্র এর বিরুদ্ধে। গুজরাট মুম্বাইয়ের মুখোমুখি হবে। কর্ণাটক সেক্রেটারি একাদশ খেলবে আসামের বিরুদ্ধে। গোয়া লড়বে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কর্ণাটক প্রেসিডেন্ট একাদশ এবং বিধর্ভ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য ছত্রিশগড় কিন্তু প্রথম রাউন্ডের খেলায় কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন একাদশের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে আপাতত শীর্ষস্থানে রয়েছে।

এশিয়া কাপের আগে ছন্দে পাকিস্তান !

মঙ্গলবার থেকে শুরু এশিয়া কাপ। তার আগের দিন ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলে ফেলল পাকিস্তান। শারজার মাঠে আফগানিস্তানকে ৭৫ রানে হারাল তারা। হ্যাটট্রিক করে পাকিস্তানের এই জয়ের নায়ক মহম্মদ নওয়াজ। কেরিয়ারে নিজের সেরা বোলিং এই ম্যাচে করলেন তিনি।প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান করে পাকিস্তান। ফখর জমান ও অধিনায়ক সলমন আলি আঘা শুরুটা ভাল করলেও বড় রান করতে পারেননি। ফখর ২৭ ও সলমন ২৪ রান করেন।ব্যাট হাতেও নজর কাড়েন নওয়াজ। ২৫ রান করেন তিনি। ফাহিম আশরফের সঙ্গে মিলে দলকে ১৪১ পর্যন্ত নিয়ে যান তিনি। আফগান বোলারদের মধ্যে অধিনায়ক রশিদ খান ৩৮ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। ফজলহক ফারুকি ও নুর আহমেদ ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভার থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে আফগানিস্তান। নতুন বলে তাদের ধাক্কা দেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। প্রথম ওভারেই রহমানুল্লা গুরবাজকে আউট করেন তিনি। নির্দিষ্ট ব্যবধানে উইকেট হারায় আফগানিস্তান।শাবজাব উইকেটে বাঁহাতি স্পিনার নওয়াজের কোনও জবাব ছিল না আফগান ব্যাটারদের কাছে। ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে দারওয়াইশ রাসুলিকে আউট করেন নওয়াজ। পরের বলে ফেরান আজমাতুল্লা ওমরজাইকে। অষ্টম ওভারের প্রথম বলে ইব্রাহিম জাদরানকে আউট করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন নওয়াজ।ওপেনার সেদিকুল্লা অটল ও রশিদ ছাড়া আফগানিস্তানের কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি। ৪ ওভার বল করে ১৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন নওয়াজ। টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে এটি তাঁর সেরা বোলিং। আব্রার আহমেদ ও সুফিয়ান মুকিম ২টি করে উইকেট নিয়েছেন। শাহিন নিয়েছেন ১ উইকেট। পাক বোলারদের দাপটে ১৫.৫ ওভারে ৬৬ রানে অল আউট হয়ে যায় আফগানিস্তান।৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়া কাপ। পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। ১৭ সেপ্টেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মুখোমুখি পাকিস্তান।

এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়ার পর প্রথম বার মুখ খুললেন শ্রেয়স, কী বললেন ভারতের ক্রিকেটার ?

এশিয়া কাপের দলে নেওয়া হয়নি তাঁকে। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর বলেছিলেন, তাঁদের বেছে নেওয়া দলে শ্রেয়স আয়ারকে নেওয়ার জায়গাই নেই। সেই ঘটনার পর প্রথম বার মুখ খুললেন শ্রেয়স। জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনার পর আবেগ ঠিক রাখা সহজ কাজ নয়।আইপিএলে পঞ্জাব কিংসে ফাইনালে তুলেছিলেন শ্রেয়স। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতকে জেতাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তার পরেও এশিয়া কাপের দলে জায়গা না হওয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।সম্প্রতি 'আইকু ইন্ডিয়া'র পডকাস্টে শ্রেয়স বলেছেন, ''যখন জানেন যে আপনি দলে থাকার যোগ্য, প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য, তার পরেও বাদ পড়লে খুব হতাশ লাগে। নিঃসন্দেহে এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়েও আমি খুব হতাশ হয়েছি।''তবে শ্রেয়স মেনে নিয়েছেন, দলের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিছুই নয়। বলেছেন, ''একই সময়ে যদি দেখি কোনও ক্রিকেটার ভাল খেলছে, ধারাবাহিক ভাবে রান করার জন্য দলে জায়গা পেয়েছে এবং সেখানেও রান করছে, তখন তার পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। আসল কথা হল দলের জেতা। দল জিতলে সকলে খুশি হবে।''দল থেকে বাদ পড়লেও তাঁর পরিশ্রমে ঘাটতি হবে না বলে জানিয়েছেন শ্রেয়স। প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়কের কথায়, ''সুযোগ না পেলেও আপনাকে নিজের কাজ করে যেতেই হবে। যখন কেউ আপনাকে দেখছে, শুধু তখন কাজ করলে হবে না। কেউ না দেখলেও আপনাকে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।''

পাকিস্তানে আবার ক্রিকেট মাঠে সন্ত্রাস, ম্যাচ চলার সময়ে বিস্ফোরণে মৃত এক, আহত বহু

পাকিস্তানে ক্রিকেট মাঠে সন্ত্রাস। শনিবার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের একটি মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ চলার সময় বিস্ফোরণ ঘটাল সন্ত্রাসবাদীরা। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহত বহু দর্শক।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বাজাউর জেলার কৌসর ক্রিকেট মাঠে এই ঘটনা ঘটেছে। বাজাউর জেলার পুলিশ আধিকারিক ওয়াকাস রফিক এই খবর স্বীকার করেছেন সে দেশের সংবাদমাধ্যম 'ডন'-এর কাছে। তিনি জানিয়েছেন, আইইডি-র মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। রফিদের দাবি, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম। তবে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের পর ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে আকাশ। প্রচুর মানুষ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য।

গত শনিবার সন্ত্রাসবাদীরা বাজাউর জেলার লাঘারি এলাকার একটি থানায় হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনায় এক পুলিশকর্মী-সহ দু'জন আহত হন। কনস্টেবল মহম্মদ হাবিব এবং স্থানীয় বাসিন্দা নাজিব খানকে খারের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। থানার পাশে থাকা একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাঠে হামলার পর এ বারও নাকি সন্ত্রাসবাদীরা কোয়াডকপ্টারের সাহায্যে একটি থানায় হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। অল্পের জন্য তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সরকার সন্ত্রাসবাদীদের নিধন করতে 'অপারেশন সরবকফ' শুরু করেছে। তার পাল্টা দিতেই বিভিন্ন জায়গায় হামলা করা হচ্ছে।

চুরির দায়ে জেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা ক্রিকেটার ! প্রতিযোগিতা চলাকালীন কুকীর্তি উইকেটরক্ষকের

প্রতিযোগিতা চলাকালীনই এক ক্রিকেটারেরা বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উঠেছে। চুরির দায়ে জেলে গিয়েছেন সেই ক্রিকেটার। ঘটনাটি ঘটেছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগে। জার্সির বিরুদ্ধে খেলা ছিল পাপুয়া নিউ গিনির। সেই ম্যাচের আগে পাপুয়া নিউ গিনির উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কিপলিন ডোরিঙ্গার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উঠেছে।

পাপুয়া নিউ গিনির সংবাদমাধ্যম 'ইএমটিভি' জানিয়েছে, জার্সির ম্যাজেস্ট্রেট আদালতে হাজির করানো হয়েছিল কিপলিনকে। তিনি অপরাধ স্বীকার করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট এই অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে তা রয়্যাল কোর্টে পাঠিয়েছে। ফলে আপাতত জেলেই থাকতে হবে কিপলিনকে। জামিন পাবেন না তিনি। ২৮ নভেম্বর হবে মামলার পরবর্তী শুনানি।

২৯ বছর বয়সি কিপলিন পাপুয়া নিউ গিনির সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যে এক জন। ২০২১ ও ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছেন তিনি। দেশের হয়ে ৩৯ এক দিনের ম্যাচ ও ৪৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আইসিসি চ্যালেঞ্জ লিগেও ভাল খেলছিলেন। তার মাঝেই চুরির দায়ে জেলে তিনি। অবশ্য কিপলিন কী চুরি করেছেন বা কোথা থেকে চুরি করেছেন সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

পাপুয়া নিউ গিনি ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে বোর্ডের কোনও সম্পর্ক নেই। যা হয়েছে কিপলিন নিজে তার জন্য দায়ী। ফলে এই ঘটনার প্রভাব দলের খেলায় পড়বে না। মাঠের বাইরের কোনও ঘটনা নিয়ে দলের ক্রিকেটারেরা ভাবছেন না বলেও জানিয়েছে বোর্ড।

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগে ন'টি ম্যাচ খেলেছে পাপুয়া নিউ গিনি। চারটি জিতেছে তারা। হেরেছে চারটি। একটি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। ফলে তাদের পয়েন্ট ৯। গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ডেনমার্ক, কাতার, কুয়েত ও কেনিয়াকে হারিয়েছিল পাপুয়া নিউ গিনি। কিন্তু চলতি বছর ডেনমার্ক, কুয়েত, কেনিয়া ও জার্সির কাছে হেরেছে তারা। তার মাঝেই কিপলিনের ঘটনায় বিড়ম্বনায় পাপুয়া নিউ গিনি।

জোড়া গোলে মেসিকে টপকালেন রোনাল্ডো, জয় দিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু পর্তুগালের

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আর্মেনিয়াকে ৫-০ গোলে হারাল পর্তুগাল। বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো। এই ম্যাচে সিআর সেভেন ছাপিয়ে গেলেন লিয়োনেল মেসিকে। বিশ্বরেকর্ড করতে আরও দু'টি গোল প্রয়োজন রোনাল্ডোর। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এত দিন মেসি এবং রোনাল্ডো দু'জনেরই ৩৬টি করে গোল ছিল। আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম গোলের পরই মেসিকে টপকে যান রোনাল্ডো। পরে আরও একটি গোল করেন তিনি। ৭২টি ম্যাচ খেলে ৩৬টি গোল করেছেন মেসি। রোনাল্ডোর ৩৮টি গোল হল ৪৮টি ম্যাচে। বিশ্বরেকর্ড গড়তে আরও দু'টি গোল প্রয়োজন পর্তুগাল অধিনায়কের। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে সবচেয়ে বেশি গোল করার নজির রয়েছে গুয়াতেমালার রুইজের। তিনি ৪৭টি ম্যাচ খেলে ৩৯টি গোল করেছিলেন।

পর্তুগাল-আর্মেনিয়া ম্যাচে ফুটবলপ্রেমীদের নজর ছিল রোনাল্ডোর দিকেই। তাঁর দাপটে সহজ জয় পেল পর্তুগাল। ম্যাচের ১০ মিনিটেই জোয়াও ফেলিক্সের গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ২১ মিনিটে নিজের প্রথম গোল করে মেসিকে টপকে যান রোনাল্ডো। ৩২ মিনিটে পর্তুগালকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন জোয়াও ক্যানসেলো।

প্রথমার্ধে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডোরা। তখনই জয় এক রকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তাঁদের। তবু দ্বিতীয়ার্ধেও প্রতিপক্ষকে জায়গা দেননি তাঁরা। আগ্রাসী ফুটবল খেলে চাপে রাখেন আর্মেনিয়ার ডিফেন্সকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। এর পর আর কোনও আশা ছিল না আর্মেনিয়ার। ৬১ মিনিটে দলের হয়ে পঞ্চম গোল ফেলিক্সের।যোগ্যতা অর্জন পর্বের অন্য ম্যাচে জিতেছে ইংল্যান্ড। তারা ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে অ্যান্ডোরাকে। ম্যাচের ২৫ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান গঞ্জাসেলের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৬৭ মিনিটে ইংল্যান্ডের পক্ষে দ্বিতীয় গোল ডেক্লান রাইসের। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট হল ইংল্যান্ডের।

জাগরণ 9 September, 2025, Tuesday আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং, ■ ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জিবিতে চতুর্থ কিডনি সফল প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে পর পর চারটি সফল প্রতিস্থাপন সম্ভব হল। আজ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাজ্যে চতুর্থ কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন করলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। আজ সিধাই মোহনপুর পশ্চিম তারানগরের রবীন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা জনৈক ২৩ বৎসর বয়সী ব্যক্তির দেহে এই সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। এই কিডনি প্রতিস্থাপনে উনার পুত্রকে কিডনি দানে এগিয়ে আসেন তার (৪৫) বৎসর বয়স্কা মা। আজকের এই চতুর্থ সফল কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় ছিলেন মনিপুরের সিজা হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। বর্তমানে দাতা ও গ্রহীতা অর্থাৎ মা ও পুত্র দুজনেই সুস্থ আছেন। এই কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিমে ছিলেন কনসালটেন্ট নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ মানস গোপ, ডাঃ সমরেশ পাল, ডাঃ রেশমী দাস (নেফ্রোলজিস্ট), ডাঃ উদয়ন সাহা (নেফ্রোলজিস্ট) এবং মণিপুরের সিজা হসপিটালস অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে উক্ত টিমে ছিলেন কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন ডাঃ সৌমোরেন্দ্র পৌণম, ডাঃ মহারাবাম মাহিলি।

এছাড়াও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পক্ষে কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ছিলেন ডাঃ মুকুট দেবনাথ, ডাঃ বিজিত লোধ, ডাঃ জীবন দেবনাথ প্রমুখ। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট হিসাবে সিজা হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ডাঃ কাজল জি মমিন, ডাঃ গায়ত্রী এস পিল্লাই এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ রঞ্জিত রিয়াং, ডাঃ তপন দেববর্মা প্রমুখ। এদিকে ওটি নার্স, ফ্লোর নার্স সহ ওটি টেকনিশিয়ানরাও উক্ত প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় ছিলেন। এই কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় ট্রান্সপ্লান্ট কো-অরডিনেটর ছিলেন হিমাদ্রি কর এবং সম্পূর্ণ তত্ত্বধায়ক ছিলেন ইনচার্জ সিনিয়র নার্সিং অফিসার তপতী চক্রবর্তী।

বিএমএস”র উদ্যোগে মিছিল উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতী জেলার পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ১০ দফা দাবি নিয়ে গোমতীর জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে জামতলা থেকে এক মিছিল সংগঠিত হয় জেলাশাসক অফিস চত্বর পরন্ত।

মূলত ১০ দফা দাবি মধ্যে ছিল অতিসত্বর সিএনজি গ্যাসের দাম কমাতে হবে, অবিলম্বে পরিবহন শ্রমিক স্বার্থে পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড গঠন করতে হবে, ব্যাটারি চালিত অটোর পারমিটের আওতায় আনতে হবে। নতুবা সিএনজি ও পেট্রোল চালিত অটো গুলির পারমিট বাতিল করতে হবে, প্রতিটি সিএনজি স্টেশনগুলোতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে অটো ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে, জনসংখ্যার নিরিখে অটোর পারমিট দিতে হবে। এ ধরনের মোট দশটি দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে। তিনজনের প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের নিকট স্মারকলিপি তুলে দেন।

উপস্থিত ছিল গোমতী জেলা ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্য কমিটি সদস্য গৌতম দাস, গোমতী জেলা সাধারণ সম্পাদক পার্থঃ সারথী ঘোষ, ভারতের সংঘ গোমতী জেলার ডেপুটি সেক্রেটারি তথা গোমতী ত্রিপুরা অটো সংঘের জেলা সম্পাদক প্রদীপ মজুমদার, গোমতি জেলা ভারতীয় মজদুর সংঘের সহ-সভাপতি স্বপন মন্ডল এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি কৃষ্ণ বৈদ্য।

মাটি বোঝাই লরির কারণে জনদুর্ভোগ রাস্তার বেহাল দশায় স্থানীয়দের বিক্ষোভ

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: সূর্য্যমনিনগর বিধানসভার অন্তর্গত চৌমুহনী বাজারের হাতিলেটা রেল ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চলছে চরম অব্যবস্থাপনা। বেহাল রাস্তাঘাট এবং অতিরিক্ত ভারবাহী মাটি বোঝাই লরির যাতায়াতে স্থানীয়দের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন।

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, চৌমুহনী বাজার সংলগ্ন এই রাস্তাটি মূলত বহু গ্রামের সংযোগস্থল হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই পথ ব্যবহার করেন। তবে বছরের পর বছর ধরে রাস্তার মেরামতির কোনো উদ্যোগ না থাকায় সেটি এখন খানাখন্দে ভরা। বর্ষার সময় পানি জমে রাস্তাটি কার্য্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে হাতিলেটা রেল ব্রীজের কাছে রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও দুর্বল হওয়ায় ভারী যানবাহনের জন্য বিপজ্জনক।

তিনি আরও জানিয়েছেন, হঠাৎ গত কিছুদিন ধরে এফসিআই একর এর জায়গা থেকে সঞ্জয় দেব এবং প্রসেনজিৎ নামে দুই যুবক অবৈধভাবে মাটি বিক্রি করার কাজ শুরু করে। প্রতিদিন লরি বুঝাই করে মাটি অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ফলে ওই এলাকার রাস্তা চরম বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়।

স্থানীয় এলাকাবাসীরা একাধিকবার সঞ্জয় দেব এবং প্রসেনজিৎকে মাটি নিতে বারণ করলেও অর্থের লালসার ফলে এলাকাবাসীদের বাধা অতিক্রম করে প্রতিনিয়তই লড়ি বুঝাই করে মাটি নিয়ে যাচ্ছিল। যার ফলে ওই এলাকার রাস্তা দিন দিন আরও বেশি খারাপ হতে থাকে।

যার ফলে সোমবার দুপুরে স্থানীয় এলাকাবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মাটি বোঝাই লড়ি গুলিকে ওই এলাকায় আটক করে রাখে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে তাতে কাঁদা জমে রয়েছে যার ফলে কোন গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে আসলেই আটকা পড়ে যাচ্ছে এমনকি দুর্ঘটনার কবলেও পড়ছে। তবে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা তাদের এলাকার রাস্তার এই বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী করছে সঞ্জয় দেব এবং প্রসেনজিৎ নামে দুই যুবককে। এই ব্যাপারে স্থানীয় এলাকাবাসীরা রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মাটি বোঝাই লরি আটকে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।

তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে চুরির ঘটনা জি.আর.পি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের ঝড়

তেলিয়ামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর: তেলিয়ামুড়ার জি.আর.পি থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় মহলে নানান প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, রেলস্টেশন ও আশপাশের এলাকায় প্রতিনিয়ত অসামাজিক কার্য্যকলাপ বেড়ে চললেও জি.আর.পি পুলিশ কার্য্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে যাত্রী এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েই দুশ্চিন্তা বাড়ছে। এরই মধ্যে রবিবার ঘটে যায় চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবস্থিত একটি দোকানে চুরির অভিযোগ ওঠে। পরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে জি.আর.পি পুলিশ এক নাবালককে চুরির সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে আটক করে।

তবে এখানেই বিতর্ক। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেনযেখানে রেলস্টেশনের ভেতরেই নিরাপত্তা দিতে পারছে না জি.আর.পি, সেখানে তাদের উপর ভরসা রাখবে কীভাবে সাধারণ মানুষ? পাশাপাশি, অভিযুক্ত নাবালককে যেভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটি মানবিকতার পরিপন্থী বলেই মত প্রকাশ করেছেন বহু মানুষ। চুরির ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, প্রতিদিন শতাধিক যাত্রী যাতায়াত করেন এই স্টেশন দিয়ে। অথচ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বারবার উদাসীনতার ছবি সামনে আসছে।

এ নিয়ে প্রশাসন ও জি.আর.পি পুলিশের উচ্চ মহল কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে তেলিয়ামুড়ার সাধারণ মানুষ।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে শহরে পদযাত্রা

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে দা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট ত্রিপুরা শাখা ও ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিকেল সাইন্স যৌথ উদ্যোগে শহরে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে ফিজিওথেরাপি বিষয়ে অবগতি করা। এদিনের পদযাত্রা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিন সংস্থার এক কর্মকর্তা বলেন, মানব জীবনে ফিজিওথেরাপি কেন প্রয়োজন সেই বিষয়টা তুলে ধরার জন্যই এই পদযাত্রা। আজ এই পদযাত্রা উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া পরিষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, দা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট ত্রিপুরা শাখা মুখ্য উপদেষ্টা সুজিত রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি সম্পাদক ও ছাত্রছাত্রীরা।

ত্রিপুরা নাথযোগী ফোরাম রাজ্য কমিটির ২০ দফা দাবিতে শহরে মিছিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা নাথযোগী ফোরামঃ রাজ্য কমিটি কুড়ি দফা দাবিতে সোমবার আগরতলা শহরে একটি মিছিলের সংগঠিত করে এবং তাদের রাজ্য সম্মেলন সংঘটিত করে। এদের মিছিলটি বটতলা থেকে শুরু হয়ে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে তারা সম্মেলনে মিলিত হয়। সম্মেলন মঞ্চ থেকে তারা দাবি তুলে, মৃতদেহ সৎকার করতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত এবং পুর পরিষদ এলাকায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় সমাধিস্থল জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।বিভিন্ন পাড়ায় দানকৃত দখল জমি পুনরুদ্ধার এবং সমাধিস্থলের নামে সরকারি নথিভুক্ত করতে হবে।নাথ যোগীদের সমস্যা সমাধানে মুখ্য সচিবের নির্দেশ দ্রুত কার্য্যকর করতে হবে। আর্থ সমাজিক উন্নয়নে ”নাথযোগী উন্নয়ন পর্ষদ” গঠন করতে হবে। আগরতলাতে অতিথি নিবাস এবং বিভিন্ন মহকুমায় নাথযোগী ছাত্রাবাস গড়তে হবে। শিক্ষিত বেকারগণদের টিপিএসসি/ টিসিএস/ টেট সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির জন্য আগরতলাতে কোচিং সেন্টার স্থাপন এবং পরীক্ষার ফিস, বয়স সহ কাট অব মার্ক-এর উপর ছাড় দিতে হবে। ৫০ উর্দ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ভারতের শৈব তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করাতে হবে। বিপিএল পরিবারকে বিনামূল্যে বাসগৃহ এবং ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি প্রদান করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড মাসিক ৫ হাজার টাকা, স্কলারশিপের এককালীন আর্থিক সহায়তা ৫লক্ষ টাকা করতে হবে।নাথ দর্শন, সাহিত্য একাডেমি সহ গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যোগীদের (নাথ) ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।শ্রীশ্রী গৌরক্ষনাথের আবির্ভাব দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং পানিসাগরে গৌরক্ষনাথের নামে কলেজ স্থাপন করতে হবে। পূর্বাশা এবং তত্ত্বমিতায় চেয়ারম্যান এবং অধিকর্তা পদে নাথযোগী সম্প্রদায় থেকে নিয়োগ করতে হবে।

লোকসভা, বিধানসভা, টিটিএএডিসি সহ স্বশাসিত সংস্থায় নাথযোগী জনসংখ্যা অনুসারে জনপ্রতিনিধি দিতে হবে।রাজ্যের তাঁতিদের পুনর্জীবিত করতে সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক লোন এবং বিনামূল্যে সূতা বিতরণ করতে দিতে হবে।বিধানসভায় নাথযোগী (ওবিসি) সংরক্ষণ বিল উত্থাপন করতে হবে। সম্প্রদায়গতভাবে জনগণনা করতে হবে। ওবিসি সার্টিফিকেট একটা করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রদানে প্রতারণা ও হয়রানি বন্ধ সহ ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে। নিট, মেডিক্যাল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে যোগীদের জন্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ চালু করতে হবে। বেকারদের সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক লোন দিতে হবে। এই দাবিগুলি পূরণ না হলে রাজ্যকে সম্প্রদায় অদূর ভবিষ্যতে তাদের আন্দোলন আর জোরদার করবে বলে জানায়।

নাইট ক্লাব ইস্যুতে প্রতিবাদে সরব তৃণমূল কংগ্রেস

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: রাজধানী আগরতলার হৃদয়স্থলে রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি একটি নাইট ক্লাব খোলাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি ঘিরে সরব হয়েছে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার আগরতলার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু সাহা জানান, এধরনের উদ্যোগ শহরের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

শান্তনু সাহার বক্তব্য, রবীন্দ্র ভবন শুধু একটি ভবন নয়, এটি ত্রিপুরার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। এখানে নিয়মিত নাটক, সংগীত, আবৃত্তি, চিত্র প্রদর্শনী থেকে শুরু করে নানা ধরনের শিল্প-সাহিত্যচর্চা হয়ে থাকে। এমন একটি জায়গার অদূরে নাইট ক্লাব চালু করা মানে তরুণ প্রজন্মকে ভুল পথে পরিচালিত করা। এর ফলে শহরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিকড় নষ্ট হয়ে যাবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, রবীন্দ্র ভবনের পাশেই শিশুদের জন্য নির্ধারিত ‘শিশু উদ্যান’ রয়েছে। পরিবার ও কচিকাঁচাদের জন্য নির্ধারিত এলাকায় এধরনের ক্লাব চালানো সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং সমাজবিরোধী। এদিন শান্তনু সাহা শুধু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকেই নয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের প্রতিও আহ্বান জানান এই নাইট ক্লাব বন্ধ করার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে। তাঁর দাবি, এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের অবস্থান এক হওয়া উচিত, কারণ এটি কেবল রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যা।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যদি অবিলম্বে প্রশাসন ও সরকার এই নাইট ক্লাব বন্ধে কার্য্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তবে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। দলের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষদেরও এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসন এই বিতর্কিত নাইট ক্লাবের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেবে, এখন তাই নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।৫

জমি নিয়ে চরম জটিলতায় ধর্মনগরের এক ব্যক্তি

ধর্মনগর, ৮ সেপ্টেম্বর: নিজের উপার্জিত অর্থে জমি কিনেও আজ চরম বিপাকে পড়েছেন ধর্মনগরের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মকরম আলী। দীর্ঘ আট বছর আগে কেনা জমি নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে বিরোধ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মকরম আলী তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের নামে আব্দুল সালাম, আব্দুল ছবুর ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে মোট ৩৫ গন্ডা জমি ক্রয় করেছিলেন।

অভিযোগ, জমির সাব-রেজিস্ট্রির সময় উল্লিখিত জমি যথাযথভাবে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। এ নিয়ে একাধিকবার সালিশি সভা বসে, এমনকি শারীরিক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। সালিশি সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি আব্দুল আজিজ, আব্দুল সত্তার, ছমছুল হকসহ আরও অনেকে উপস্থিত থেকে সাক্ষী দেন বলেও দাবি মকরম আলীর।

তবে সম্প্রতি নতুন করে দেখা দিয়েছে সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, প্রতিবেশী মৃত আজিনা বিবির ছেলে সাহিন আহমেদ চৌধুরী দাবি তুলেছেনমকরম আলীর নামে থাকা ৩৫ গন্ডা জমি আসলে তাঁর। শুধু তাই নয়, সামাজিক মাধ্যমে মকরম আলীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে তাঁর মানহানি করার অভিযোগও উঠেছে।

মকরম আলীর বক্তব্য, তাঁর নামে জমির বৈধ দলিল, খতিয়ান ও সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আব্দুল সালাম ও আব্দুল ছবুর কিভাবে জমি রেজিস্ট্রি করে দিলেন, তার জবাব তাঁদেরই দিতে হবে।

তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে এলাকায় জমির দাম দ্রুত বাড়তে থাকায় লোভ সামলাতে পারছেন না সাহিন আহমেদ চৌধুরী। ফলে ষড়যন্ত্র করে জমি দখলের চেষ্টা চলছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: জিরানীয়ার গুরুকুল কমিউনিটি হলে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ বলেন, সবুজ বন এবং বন্যপ্রাণী হচ্ছে প্রকৃতির অনন্য রূপ। কিন্তু নানা কারণে আজ প্রকৃতির উপর আঘাত আসছে। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বর্ষামঙ্গল উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে সবুজ বন এবং বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করার অঙ্গীকার নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বর্ষা ও প্রকৃতির ভারসাম্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থ সারথী সাহা, জিরানীয়ার বিডিও তুষার আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জিত রায় চৌধুরী, মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যতীন্দ্র দেবনাথ, উপ প্রধান দুলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ। বর্ষামঙ্গল উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের তিনটি বিভাগে বসে আঁকো ও উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এছাড়া অনুষ্ঠানে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার সেরা কৃষকের সম্মান হিসাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় দিলীপ দেবনাথ, সাগর সরকার ও সান্ত্বনা দেববর্মাকে। অতিথিগণ অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিজয়ীর হাতে এবং ক্যুইজে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সেইসাথে অতিথিগণ সেরা কৃষকদের হাতে সম্বর্ধনাপত্র তুলে দেন। বর্ষামঙ্গল উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ এই অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট অতিথিগণ গুরুকুল কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপন করেন।

চুরি যাওয়া বাইক ও ই-রিক্সা উদ্ধার, মালিকদের হাতে তুলে দিল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: চুরি যাওয়া বাইক ও ই-রিক্সা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, কিছুদিন আগে আগরতলার লেক চৌমুহনী বাজার এলাকা থেকে সুমন দেবনাথের একটি বাইক চুরি হয়েছিল। এই ঘটনায় সুমন দেবনাথ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত চোরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি চুরি যাওয়া বাইকটিও উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে উদ্ধার হওয়া বাইকটি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রসেনজিৎ নামে এক যুবকের ই-রিক্সাও একইভাবে চুরি হয়েছিল। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে সেই ঘটনাতেও তদন্ত শুরু করে এবং অবশেষে চুরি যাওয়া ই-রিক্সাটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

একই ন্যায্যমূল্যের দোকানে পরপর দুইবার চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : একই ন্যায্যমূল্যের দোকানে পরপর দুইবার চুরি ঘটনায় উদয়পুর জুয়ালি খামার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জনমনে রাতের নিরাপত্তায় ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে। চোরের দল হানা দিয়ে চাল, ডাল, বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মালিক নারায়ণ দাস বলেন, গতকাল রাতে তার দোকানে হানা দেয় নিশিকুটম্বের দল। চোরের দল হানা দিয়ে দোকানের দরজা ভেঙে চাল, ডাল, মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। আজ সকালবেলা দোকান খুলতে গিয়ে চুরির বিষয়টি স্থানীয় তাঁর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায় খবর দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। গত একবছর আগেও তাঁর দোকানে চোরের দল হানা দিয়েছে।

১০ সেপ্টেম্বর থেকে “নতুন ক্রিমিনাল আইন” শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় হাঁপানীয়াস্থিত ইন্ডোর প্রদর্শনী হলে ”নতুন ক্রিমিনাল আইন” শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। এই প্রদর্শনী আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পরন্ত চলবে। এই অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি হিসেবে বিধায়ক মীনারাণী সরকার, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক (ট্রেনিং) এম রাজা মুরুগন এবং পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক (এপি) জি এস রাও। রাজ্যভিত্তিক এই প্রদর্শনীতে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চের আইজিপি এ রমেশ রেডিড অনুরোধ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পরিষদের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পরিষদের উদ্যোগে সোমবার আগরতলা টাউনহলে আগরতলা পৌর কর্পোরেশন এলাকা ও পশ্চিম ত্রিপুরায় স্বেচ্ছায় রক্তদান বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদানের প্রবণতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ত্রিপুর রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পরিষদের উদ্যোগে সোমবার আগরতলা টাউন হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা চক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন আগরতলা শহরসহ রাজ্যে মোট সরকারি বারোটি এবং বেসরকারি দুটি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের মজুদ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ক্লাব সেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ব্যক্তি রক্ত দান করে থাকেন। রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন রাজ্যে মোট রক্তের চাহিদার ৬০% রক্ত দান করে থাকেন আগরতলা শহর এলাকার জনগণ। এদিন তিনি এ রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নের চিত্রও তুলে ধরেন। বিশেষ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও একজন ডাক্তার হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে তার দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে উল্লেখ করেন মেয়র।

অতিসত্বর মেধা তালিকা প্রকাশের দাবিতে সরব ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল এক্সিকিউটিভে চাকুরী প্রত্যাশিতরা

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: অতিসত্বর মেধা তালিকা প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে সরব হয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভে চাকুরী প্রত্যাশিতদের।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ৬০৬২ টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় তিন বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাদের অভিযোগ গত তিন বছর ধরে নিয়োগের নাম গন্ধ নেই,।

তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

৫ দফা দাবিতে বিদ্যুৎ নিগমের আউটসোর্সিং কর্মীদের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎ নিগমের আউটসোর্সিং স্টাফরা কর্মীর সংস্থার অধীনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে তাঁরা। তাই ৫ দফা দাবিতে টাউনহলের সামনে থেকে একটি মিছিল করে বিদ্যুৎ দপ্তরের এমডি’র নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে তাঁরা।

এক আউটসোর্সিং কর্মী বলেন, গত পাঁচ বছর যাবৎ ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা ভিশন প্লাসের অধীনে প্রায় ৬০০ জন কর্মী বিভিন্ন পদে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যুৎ দফতর থেকে বলা হয়েছিল তাঁদের প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়নি। নূন্যতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে। কর্মীদের আরও অভিযোগ, গত ৬ মাস ধরে তাঁরা বেতন বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। বেতন নিয়ে কোম্পানীর কর্মকতার সাথে কথা বললে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ দফতর থেকেই বকেয়া বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে পাঁচ দফা দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অর্ধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের দাবিগুলো হল, নিয়মিতকরণ করা, প্রত্যেক মাসে মাসে নিয়মিত বেতন প্রদান, সঠিক সময়ে বেতন প্রদাব, ইপিএই ও ইএসআই এবং মেডিকেল ছুটি প্রদান করা এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হোক।

ধর্মনগরে ক্লাব কনসেন্সাসের ৩৫তম বর্ষের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগরে ক্লাব কনসেন্সাসের ৩৫তম বর্ষের দুর্গোৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালিত হবে। ক্লাবের তরফ থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে ক্লাব কনসেন্সাসের ৩৫তম দুর্গোৎসব। প্রায় ২০ লাখ টাকার বাজেটে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে নির্মিত বিশাল প্যান্ডেল দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের পরিশ্রমে তৈরি এই প্যান্ডেল আগামী পঞ্চমী থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত হবে। পাশাপাশি পূজা উপলক্ষে সামাজিক কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে নব যুবা ম্যারাথনের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু হবে নব যুবা ম্যারাথন দৌড়। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব।

তিনি জানান, সারা দেশের ১০০টি শহরে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। দেশজুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা থেকেও অন্তত ১০ হাজার যুবক-যুবতী অংশ নেবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সুশান্ত দেব। রাজ্যে আয়োজিত এই ম্যারাথন উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু হয়ে সার্কিট হাউসের কাছে গান্ধী মূর্তির সামনে গিয়ে শেষ হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শম্ভু লাল চাকমা, রাজ্য প্রবক্তা অম্লান চক্রবর্তী এবং যুব মোর্চার স্পোর্টস সেলের ইনচার্জ প্রদীপ দেবনাথ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas